Contents

সোনামণি প্রতিভা

৩৫তম সংখ্যা
মে-জুন
২০১৯

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'জান্নাতে একজন ব্যক্তির মর্যাদা বৃদ্ধি করা হবে। তখন সে বলবে, এটা কি করে পেলাম? তখন তাকে বলা হবে, তোমার জন্য তোমার সন্তানের ক্ষমা প্রার্থনার কারণে' (ইবনু মাজাহ হা/৩৬৬০)।

একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

৩৫তম সংখ্যা
মে-জুন
২০১৯

بسم الله الرحمن الرحيم

দ্বি-মাসিক

সোনামণি প্রতিভা

একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা

♦ **উপদেষ্টা সম্পাদক**
অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম
♦ **সম্পাদক**
মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম
♦ **নির্বাহী সম্পাদক**
রবীউল ইসলাম
♦ **প্রচ্ছদ ও ডিজাইন**
মুহাম্মাদ মুযযাম্মিল হক

সার্বিক যোগাযোগ
সম্পাদক, সোনামণি প্রতিভা
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা)
নওদাপাড়া (আমচত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
সম্পাদক : ০১৭২৬-৩২৫০২৯
নির্বাহী সম্পাদক : ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৭০৯-৭৯৬৪২৪
সোনামণি কেন্দ্রীয় অফিস : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩

মূল্য : **১৫ (পনের) টাকা মাত্র**

সোনামণি (একটি আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন) কর্তৃক প্রকাশিত ও হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- সম্পাদকীয় ০২
- কুরআনের আলো ০৪
- হাদীছের আলো ০৫
- প্রবন্ধ
  - দুনিয়া জুড়ে ছিয়ামের মর্যাদা ও ঐতিহ্য ০৬
  - দয়া ১২
  - তাবীয-কবচের ভয়াবহ পরিণতি ১৯
- হাদীছের গল্প ২৪
- এসো দো'আ শিখি ২৫
- গল্পে জাগে প্রতিভা ২৬
- কবিতাগুচ্ছ ২৭
- একটুখানি হাসি ২৮
- বহুমুখী জ্ঞানের আসর ৩০
- রহস্যময় পৃথিবী ৩১
- সাহিত্যাঙ্গন ৩২
- দেশ পরিচিতি ৩৪
- যেলা পরিচিতি ৩৪
- সংগঠন পরিক্রমা ৩৫
- প্রাথমিক চিকিৎসা ৩৬
- ভাষা শিক্ষা ৩৭
- কুইজ ৩৭
- নীতিমালা ৩৯

www.ahlehadeethbd.org

সম্পাদকীয়

দো'আ কর আল্লাহ্র নিকট

পাপ থেকে মুক্তি লাভ, বিপদাপদ থেকে বাঁচা, রোগ থেকে মুক্তি ও কল্যাণ লাভের একমাত্র মাধ্যম আল্লাহ তা'আলার নিকট দো'আ করা। বান্দা কাতর কণ্ঠে বিনীতভাবে আল্লাহ্র নিকট দো'আ করলে তিনি বান্দার ডাকে সাড়া দেন। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। যারা অহংকার বশে আমার ইবাদত হতে বিমুখ হয়, সত্বর তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত অবস্থায়' *(মুমিন ৪০/৬০)*।

সর্বময় ক্ষমতার মালিক আল্লাহ তা'আলা। তিনিই বান্দার যাবতীয় অভাব মোচনের ক্ষমতা রাখেন। তাই বান্দা যে কোন প্রয়োজনে তাঁকে ডাকলে এবং তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করলে তিনি অত্যন্ত খুশি হন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মহান আল্লাহ্র নিকট দো'আর চাইতে অধিক মর্যাদাপূর্ণ বিষয় আর কিছুই নেই' *(তিরমিযী হা/৩৩৭০; মিশকাত হা/২২৩২)*। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ অকৃতজ্ঞ। তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে বিপদাপদে, রোগে-শোকে, দুঃখ-কষ্টে বিভিন্ন দেব-দেবী, প্রতিমা-মূর্তি, মৃত পীর-ফকীর ও অলী-আউলিয়াকে ডাকে। যারা তাদের কোন উপকার বা ক্ষতি করতে পারেনা। ফলে আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যকে ডাকার কারণে তারা আল্লাহ্র ক্রোধের শিকার হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি মহান আল্লাহকে ডাকে না তিনি তার উপর ক্রুদ্ধ হন' *(ইবনু মাজাহ হা/৩৮২৭)*।

তারা সন্তান প্রার্থনার জন্য মৃত অলী-আউলিয়ার কবরে গিয়ে কান্নাকাটি করে দো'আ করে। সন্তানের অসুখ হলে মৃত পীরের মাযারে গিয়ে মানত করে মুক্তি চায়। সন্তানের পরীক্ষায় ভাল ফলাফলের জন্য পীর-ফকীর ও দরবেশের কবরে নযর-নিয়ায দিয়ে তাদের অসীলায় আল্লাহ্র নিকট দো'আ করে। সন্তান পরীক্ষায় ভাল করলে মৃত পীর বাবা খুশি হয়েছেন ভেবে কবরে আরো নযর পাঠায়। পরীক্ষায় ফেল করলে বা খারাপ ফলাফল করলে মৃত পীর বাবা নাখোশ হয়েছেন ভেবে তারা আরো বেশী পাঠায়। কিন্তু আল্লাহকে বাদ দিয়ে দেব-দেবী, মূর্তি, মৃত পীর-ফকীর, অলী-আউলিয়া ইত্যাদির নিকট প্রার্থনা করা জঘন্য শিরক। আল্লাহ বলেন, 'তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে,

www.ahlehadeethbd.org

যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত এমন কারো নিকট প্রার্থনা করে, যে ক্বিয়ামত পর্যন্ত তার প্রার্থনায় সাড়া দেবে না এবং তারা ওদের প্রার্থনা সম্পর্কে অবহিতও নয়' *(আহক্বাফ ৪৬/৫)*। অথচ পৃথিবীর প্রাচীনতম শিরক হল নেককার মানুষের কবর অথবা তাদের মূর্তি পূজা। যা আজও প্রায় সকল ধর্মীয় সমাজে চালু আছে এবং বর্তমানে যা মুসলিম সমাজে স্থান পূজা, কবর পূজা, ছবি প্রতিকৃতি, মিনার ও ভাস্কর্য পূজায় রূপ নিয়েছে *(নবীদের কাহিনী-১, পৃ. ৫৫)*।

তাই যাবতীয় শিরকী অসীলা বাদ দিয়ে সরাসরি আল্লাহ্র নিকটেই দো'আ করতে হবে। কিন্তু কতক মানুষ বিপদে পড়লে, রোগে আক্রান্ত হলে আল্লাহকে ডাকে। অতঃপর আল্লাহ দয়া করে বিপদ দূর করলে আল্লাহ্র সাথে শিরক করে বসে। সে বলে, অমুক ডাক্তার না এলে আমার সোনামণি নিশ্চিত মৃত্যু মুখে পতিত হত। ডাক্তার ছাহেব আপনি লক্ষ্মী। তাদের এমন কর্মকাণ্ডের বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ বলেন, 'তোমরা যে সব নে'মত ভোগ কর তা তো আল্লাহ্র নিকট থেকেই প্রাপ্ত। অধিকন্তু যখন দুঃখ-দৈন্য তোমাদেরকে স্পর্শ করে তখন তোমরা তাঁকেই ব্যাকুলভাবে আহ্বান কর। অতঃপর যখন (আল্লাহ) তোমাদের দুঃখ-দৈন্য দূর করে দেন, যেন তোমাদের একদল তাদের প্রতিপালকের সাথে অংশীদার স্থাপন করে *(নাহল ১৬/৫৩-৫৪)*।

অতএব সোনামণি! তোমরা যাবতীয় বিপদাপদে দো'আ কর আল্লাহ্র নিকট। যেটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবী ইবনু আব্বাস (রাঃ) কে শিক্ষা দিয়ে বলেছিলেন, 'হে বৎস! আল্লাহ্র বিধানসমূহ যথাযথভাবে মেনে চল, আল্লাহ তোমাকে হেফাযত করবেন। আল্লাহ্র হক আদায় কর, বিপদে আল্লাহকে তুমি তোমার সম্মুখে পাবে। যখন কারো নিকট কোন কিছু চাইবে তখন আল্লাহ্র নিকট চাইবে। যখন সাহায্য প্রার্থনা করবে, তখন আল্লাহ্র নিকটেই সাহায্য প্রার্থনা করবে। জেনে রেখ, যদি সমস্ত উম্মত একত্রিত হয়ে তোমার কোন উপকার করতে চায়, তবে তারা আল্লাহ্র নির্ধারিত তাক্বদীর ব্যতীত তোমার কোন উপকার করতে পারবে না। পক্ষান্তরে তারা একত্রিত হয়ে তোমার যদি কোন ক্ষতি করতে চায়, তাহলে তারা আল্লাহ্র নির্ধারিত তাক্বদীর ব্যতীত কোন ক্ষতি করতে পারবে না' *(তিরমিযী হা/২৫১৬; মিশকাত হা/৫৩০২)*।

তাই সোনামণি! তোমরা শিরকী আক্বীদা ও আমল বাদ দিয়ে সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র নিকটে দো'আ কর ও সাহায্য প্রার্থনা কর। আল্লাহ আমাদের সেই তাওফীক দান করুন- আমীন!

www.ahlehadeethbd.org

কুরআনের আলো

সুন্নাত পালনের গুরুত্ব

١. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

১. 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্র রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসকে কামনা করে এবং অধিকহারে আল্লাহকে স্মরণ করে' *(আহযাব ৩৩/২১)*।

٢. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ-

২. 'আর রাসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা হতে বিরত থাক। আর আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা' *(হাশর ৫৯/৭)*।

٣. مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا

৩. 'যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করে, সে আল্লাহ্র আনুগত্য করে। আর যে ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাদের উপর আমরা আপনাকে রক্ষকরূপে প্রেরণ করিনি' *(নিসা ৪/৮০)*।

٤. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى - إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى

৪. 'তিনি নিজ খেয়াল-খুশীমত কোন কথা বলেন না। এটি কেবল তাই যা তার নিকট অহি করা হয়' *(নাজম ৫৩/৩-৪)*।

٥. قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ -قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ

৫. 'তুমি বল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তবে আমার অনুসরণ কর। তাহলে আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন ও তোমাদের গোনাহসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান। তুমি বল, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। যদি তারা এতে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে (তারা জেনে রাখুক যে) আল্লাহ কাফিরদের ভালবাসেন না' *(আলে ইমরান ৩/৩১-৩২)*।

٦. يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

৬. 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর ও তোমাদের নেতৃবৃন্দের আনুগত্য কর। অতঃপর যদি কোন বিষয়ে তোমরা বিতণ্ডা কর, তাহলে বিষয়টি আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। যদি তোমরা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক। এটাই কল্যাণকর ও পরিণতির দিক দিয়ে সর্বোত্তম' *(নিসা ৪/৫৯)*।

www.ahlehadeethbd.org

হাদীছের আলো

সুন্নাত পালনের গুরুত্ব

١. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَىْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ-

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী (ছাঃ) বলেছেন, 'আমি যে ব্যাপারে তোমাদেরকে (বর্ণনা না দিয়ে) ছেড়ে দিয়েছি, সে ব্যাপারে তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও (অর্থাৎ সে ব্যাপারে আমাকে প্রশ্ন করো না)। কারণ তোমাদের পূর্ববর্তীরা তাদের অধিক প্রশ্ন করার এবং তাদের নবীদের সঙ্গে মতভেদ করার ফলে ধ্বংস হয়ে গেছে। সুতরাং আমি যখন তোমাদেরকে কোন ব্যাপারে নিষেধ করব, তখন তোমরা তা থেকে দূরে থাক। আর যখন আমি তোমাদেরকে কোন কাজের আদেশ দেব, তখন তোমরা তা সাধ্যমত পালন কর' *(বুখারী হা/৭২৮৮; মিশকাত হা/২৫০৫)*।

٢. عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْفَجْرَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ لَهَا الأَعْيُنُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ قُلْنَا أَوْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَأَوْصِنَا. قَالَ أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبْداً حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى بَعْدِى اخْتِلاَفاً كَثِيراً فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِى وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ

২. ইরবায ইবনু সারিয়াহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদিন আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে ফজরের ছালাত আদায় করলাম। অতঃপর তিনি আমাদের মুখোমুখি হয়ে এমন মর্মস্পর্শী বক্তৃতা শুনালেন যে, তাতে অন্তর ভীত হল এবং চোখ দিয়ে অশ্রু বয়ে গেল। সুতরাং আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! এ যেন বিদায়ী ভাষণ মনে হচ্ছে। তাই আপনি আমাদের শেষ উপদেশ দিন। তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহভীতি এবং (আমীরের) কথা শোনার ও তার আনুগত্য করার উপদেশ দিচ্ছি; যদিও তোমাদের উপর কোন হাবশী গোলামকে আমীর করা হয়। মনে রেখ! তোমাদের মধ্যে যে আমার পর জীবিত থাকবে, সে অনেক মতভেদ ও অনৈক্য দেখবে। সুতরাং তোমরা আমার সুন্নাত ও সুপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের রীতিকে আঁকড়ে ধরবে এবং তা মাড়ির দাঁত দিয়ে মযবূত করে ধরে থাকবে। আর তোমরা দ্বীনে মধ্যে নতুন সৃষ্টি হতে বিরত থাকবে। কেননা দ্বীনের মধ্যে প্রত্যেক নতুনই হয় ভ্রষ্টতা' *(ইবনু মাজাহ হা/৪২; মিশকাত হা/১৬৫)*।

www.ahlehadeethbd.org

প্রবন্ধ

দুনিয়া জুড়ে ছিয়ামের মর্যাদা ও ঐতিহ্য

মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান
সাবেক কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি।

ভূমিকা :

ছিয়াম মহান আল্লাহ প্রদত্ত একটি বিশেষ নে'মত। বছর ঘুরে আরবী নবম মাস অফুরন্ত রহমত নিয়ে আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়। বিশ্ব মুসলিম মাঝে এনে দেয় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন। আল্লাহ্র মুমিন বান্দাগণ বিশেষ পুরস্কার নেওয়ার জন্য সর্বাধিক প্রস্তুতি গ্রহণ করে। পাপীরা পাপ থেকে ফিরে এসে আল্লাহ্র নিকট তওবা করে। গুনাহ থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহ্র অধিক নৈকট্যশীল বান্দায় পরিণত হওয়ার অনন্য সুযোগ সৃষ্টি হয়।

ছিয়ামের গুরুত্ব ও মর্যাদা :

ছিয়াম বা 'ছাওম' আরবী শব্দ যার অর্থ বিরত থাকা, সংযমী হওয়া, নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখা ইত্যাদি। পবিত্র রামাযান মাসে ছিয়াম পালন করলে মানুষের পূর্বের গুনাহ সমূহ মাফ হয়ে যায়। ফলে সে জান্নাত লাভের সৌভাগ্য অর্জন করে। ছিয়ামের গুরুত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে কয়েকটি হাদীছ নিম্নরূপ :

১. রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে একদিন ছিয়াম পালন করবে, আল্লাহ তার নিকট হতে জাহান্নামকে সত্তর বছরের পথ দূরে রাখবেন' *(বুখারী হা/২৮৪০; মিশকাত হা/২০৫৩)*।

২. রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'জান্নাতে আটটি দরজা রয়েছে। তার একটি দরজার নাম রাইয়ান। ছিয়াম পালনকারী ব্যতীত আর কেউ ঐ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না' *(বুখারী হা/৩২৫৭; মিশকাত হা/১৯৫৭)*।

৩. রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় ছিয়াম পালন করে তার পূর্বের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়। আর যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় রামাযানের রাত্রি ইবাদতে কাটায় তার পূর্বের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়। আর যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় কদরের রাত্রি ইবাদতে কাটায় তার পূর্ববতী গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়' *(বুখারী হা/৩৮; মিশকাত হা/১৯৫৮)*।

ছিয়ামের মাধ্যমে তাক্বওয়া অর্জন :

তাক্বওয়া অর্থ মহান আল্লাহ্র ভয়ে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা। আল্লাহভীতি অর্জন করা। মহান আল্লাহ বলেন, 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের উপর ছিয়াম ফরয করা হল, যেমন তা ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। যাতে তোমরা আল্লাহভীরু হতে পার' *(বাক্বারাহ ২/১৮৩)*।

ধৈর্যের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা :

ছিয়াম মানুষকে ধৈর্য ও সংযম শেখায়। ধৈর্যধারণ বা ছবর না করলে মানুষের পক্ষে ছিয়াম পালন করা সম্ভব নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তিনি ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন' *(বাক্বারাহ ২/১৫৩)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা ছবরের মাসে ছিয়াম রাখ' *(ছহীহাহ হা/১৬২৩)*। রামাযান মাসে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার থেকে বিরত থাকা প্রকৃত ধৈর্যের নমুনা।

www.ahlehadeethbd.org

দান ও ছাদাকার হাত সম্প্রসারণ :

রামাযানে আমরা দানের হাত প্রসারিত করব। রামাযানে রাসূল (ছাঃ) 'প্রবাহিত বায়ুর চেয়ে অধিক হারে দান করতেন' *(বুখারী হা/১৯০২)*। আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ 'হে বিশ্বাসীগণ! আমরা তোমাদের যে রূযী দান করেছি তা থেকে তোমরা (আল্লাহ্র পথে) ব্যয় কর' *(বাক্বারাহ ২/২৫৪)*। দানের মাধ্যমে মানুষ জাহান্নাম থেকে মুক্তি পায়। দান হচ্ছে দলীল স্বরূপ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'ক্বিয়ামতের দিন সাতশ্রেণীর লোক আরশের ছায়া পাবে। তার মধ্যে এক শ্রেণীর লোক হল যে গোপনে দান করে' *(বুখারী হা/৬৬০)*। গরীব-দুঃখী অসহায় মানুষের দুঃখে এগিয়ে আসা এবং আর্থিক সহযোগিতার মাধ্যমে সহমর্মিতা প্রকাশের মাসই রামাযান।

কুরআন তেলাওয়াতের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা :

বিশ্ব ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ নে'মত আল-কুরআন নাযিল হয় রামাযান মাসে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'ছিয়াম এবং কুরআন ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র নিকট সুফারিশ করবে। ছিয়াম বলবে, হে রব আমি তাকে দিনে খাদ্য ও প্রবৃত্তি হতে বাধা দিয়েছি। সুতরাং আমার সুফারিশ কবুল কর। কুরআন বলবে, আমি তাকে রাতে ঘুম থেকে বাধা দিয়েছি। সুতরাং আমার সুফারিশ কবুল কর। অতএব উভয়ের সুফারিশ কবুল করা হবে' *(আহমাদ, মিশকাত হা/১৯৬৩)*।

তাওবা ও ক্ষমা :

আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চাওয়ার এক গুরুত্বপূর্ণ সময় রামাযান মাস। সুতরাং এ মাসে বেশী বেশী ক্ষমা চাইতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ عِنْدَهُ أَبَوَاهُ الْكِبَرَ فَلَمْ يُدْخِلاَهُ الْجَنَّةَ 'লাঞ্ছিত হোক সেই ব্যক্তি, যার কাছে রামাযান মাস আসে আবার তার গুনাহ ক্ষমার আগে সে মাস চলে যায়। লাঞ্ছিত হোক সেই ব্যক্তি, যার নিকট তার বৃদ্ধ পিতা-মাতা অথবা দু'জনের একজন বেঁচে থাকে অথচ জান্নাতে পৌঁছতে পারে না' *(তিরমিযী হা/৩৫৪৫; মিশকাত হা/৯২৭)*।

নেকী অর্জনের অফুরন্ত সুযোগ :

রামাযানে মুমিনের ইবাদতের ছওয়াবের নেকী বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আদম সন্তানের প্রত্যেক নেক আমলের ছওয়াব দশগুণ হতে সাতশতগুণ প্রদান করা হয়। আল্লাহ বলেন, কিন্তু ছওম ব্যতীত। কেননা ছওম আমার জন্যই রাখা হয় এবং এর প্রতিদান আমি নিজ হাতে প্রদান করব' *(বুখারী হা/১৯০৪; মিশকাত হা/১৯৫৯)*।

লায়লাতুল ক্বদরের ইবাদত :

ক্বদর রাতের রয়েছে বিশাল মর্যাদা ও মাহাত্ম। আল্লাহ বলেন, لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ 'ক্বদরের রাত্রি হাযার মাস অপেক্ষা উত্তম' *(ক্বদর ৯৭/৩)*। আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) যদি আমরা ক্বদরের রাত পায় তাহলে কোন দো'আ পাঠ করব। জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমরা বলবে, اللَّهُمَّ إِنَّكَ

www.ahlehadeethbd.org

عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّى 'হে আল্লাহ তুমি ক্ষামাশীল। তুমি ক্ষমা করতে পসন্দ কর। সুতরাং আমাদের ক্ষমা কর' *(ইবনু মাজাহ হা/৩৮৫০; মিশকাত হা/২০৯১)*। রামাযানের ২১, ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯ এই পাঁচ রাত্রির মধ্যে যে কোন একটি ক্বদর হবে ইনশাআল্লাহ। তাই আমাদের এই পাঁচ রাতেই জেগে ইবাদত করতে হবে এবং মহান আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে।

কত বছর বয়স থেকে ছিয়াম রাখবে?

ছিয়াম রাখার জন্য সোনামণি তথা শিশু-কিশোরদের সবচেয়ে উপযুক্ত সময় হচ্ছে বয়ঃসন্ধিকাল। এতে কোন ক্ষতি নেই। তবে তার আগে থেকেই একজন শিশু-কিশোর ছিয়াম রাখবে কি-না, সে সিদ্ধান্ত নির্ভর করে বাবা-মার দৃষ্টিভঙ্গি এবং শিশুর সাধারণ স্বাস্থ্য ও পুষ্টির উপর। শিশুদেরকে আগে থেকেই ছিয়াম রাখার নিয়ম সম্পর্কে জানিয়ে রাখা ভাল এবং তাকে অল্প কয়েক ঘণ্টার জন্য না খেয়ে থেকে ছিয়ামের অনুশীলন করার প্রশিক্ষণ দেওয়া উচিৎ। আমাদের সমাজ ও দেশের কেউ কেউ সোনামণি শিশু-কিশোরদের ছিয়াম পালনে উদ্বুদ্ধ তো করেন না বরং নিরুৎসাহিত করেন। তারা মনে করেন যে, সন্তানের স্বাস্থ্য খারাপ হবে। দুর্বল হয়ে পড়বে। এ কথা মোটেই ঠিক নয়। ছোট থেকে ছিয়াম পালন করলে তার শরীর-স্বাস্থ্য, মন আরও সুন্দর ও ভাল হবে এবং সোনামণি আল্লাহ্র খাছ রহমত ও নে'মত প্রাপ্ত হবে ইনশাআল্লাহ। অপ্রাপ্ত বয়স্ক সোনামণিদের ছিয়ামের নেকীও তার পিতা-মাতা পাবে। সুতরাং একটু কষ্ট হলেও সোনামণিদের ছোট থেকেই ছিয়ামের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। রুবাই বিনতে মুআব্বিয বলেন, আমরা আমাদের বাচ্চাদেরকে ছিয়াম পালন করাতাম এবং তাদের জন্য খেলানা রাখতাম। অতঃপর তাদের মধ্যে কেউ যখন খাবারের জন্য কাঁদত, তখন আমরা খেলানটি দিতাম। এভাবে ইফতারের সময় হয়ে যেত' *(বুখারী হা/২৬৩)*। এ হাদীছ থেকে বুঝা যায় সেসব ছিয়ামপালনকারী সোনামণিরা কত ছোট ছিল এবং রাসূলের ছাহাবীরা তাদের ছিয়াম পালনে কিভাবে উদ্বুদ্ধ করতেন।

সূর্যাস্তের সাথে সাথে ইফতার করলে কি কি লাভ হয়?

১. আল্লাহ্র নির্দেশ পালন করা হয় *(হাশর ৫৯/৭)*।
২. রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্য করা হয় *(আলে ইমরান ৩/৩১)*।
৩. দ্বীনকে বিজয়ী করা হয় *(আবুদাঊদ হা/২৩৫৩)*।
৪. ইহূদী-খ্রিস্টানদের বিরোধিতা করা হয় *(আবুদাঊদ হা/২৩৫৩)*।

কোন দেশে কত ঘণ্টা ছিয়াম :

বিশ্বব্যাপী সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের মধ্যে ব্যবধানের কারণে বিভিন্ন দেশে ছিয়াম পালনে সময়ের তারতম্য রয়েছে। সারা বিশ্বের কোন দেশে কত ঘণ্টা ছিয়াম পালন করতে হয় তার একটি চিত্র তুলে ধরেছে সংযুক্ত আরব আমিরাতের জাতীয় দৈনিক 'খালিফ টাইমস'।

সূর্য না ডোবার দেশ ফিনল্যান্ড :

এ দেশের সর্ব উত্তরের নুয়রগ্রামে বছরে আড়াই মাস কখনও সূর্যাস্ত যায় না।

www.ahlehadeethbd.org

এবং সর্ব দক্ষিণের শহর হেলসিংকিতে রাত ১১-টায় সূর্য ডোবলেও আবার ভোর ৪-টায় সূর্য ওঠে। মাত্র ৪ ঘণ্টা সূর্যাস্ত যায়। এ দেশের ৫৫ লক্ষ মানুষের মধ্যে ৬৫ হাযার মুসলমানদের পাশ্ববর্তী দেশের সঙ্গে মিলিয়ে অনেক কষ্ট করে ছিয়াম ও ছালাত আদায় করতে হয়। তাদের ছিয়াম পালন করতে হয় ১৯-২২ ঘণ্টা।

ডেনমার্কে ২১ ঘণ্টা, আইসল্যান্ড, সুইডেন ও নরওয়ে ২০ ঘণ্টা, নেদারল্যান্ড ও বেলজিয়ামে ১৮ ঘণ্টা, স্পেনে ১৭ ঘণ্টা, যুক্তরাষ্ট্র, মিশর, ফ্রান্স, ইতালীতে ১৬ ঘণ্টা এবং ইংল্যান্ডের বিভিন্ন এলাকা ভেদে ১৬-১৯ ঘণ্টা, সঊদী আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ফিলিস্তিন, ইয়েমেন ও কাতরে ১৫ ঘণ্টা। কুয়েত, ইরাক, জর্ডান, আলজেবিয়া, লিবিয়া ও সুদানে ১৪ ঘণ্টা ছিয়াম পালন করতে হয়।

বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানে স্থানভেদে সাড়ে ১৪ ঘণ্টা থেকে ১৬ ঘণ্টা পর্যন্ত ছিয়াম পালন করতে হয়।

অন্যদিকে ব্রাজিলে ১১ ঘণ্টা, অষ্ট্রেলিয়ায় ১০ ঘণ্টা এবং আর্জেন্টিনায় মাত্র ৯ ঘণ্টা ছিয়াম পালন করতে হয়। এটিই সবচেয়ে কম সময়। সময়ের এই বিরাট পার্থক্যের কারণেই বিশ্বব্যাপী একই দিনে ছিয়াম ও ঈদ পালন করা সম্ভব নয় *(ভোরের কাগজ, ৭ই জুলাই '১৫ এবং জুন '১৬)*।

এক নজরে ছিয়াম পালনের উপকারিতা :

১. মহান আল্লাহ প্রদত্ত রুটিন অনুসারে ইবাদতে মশগুল হওয়া সহজ হয়।
২. পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত জামা'আতের সাথে আদায়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়।
৩. নেক আমল ও কল্যাণমূলক কাজ বেশী বেশী করা সম্ভব হয়।
৪. অর্থ বুঝে কুরআন তেলাওয়াত ও মুখস্থ করা সহজ হয়।
৫. হাদীছ ও ইসলামী সাহিত্য পাঠের অভ্যাস গড়ে ওঠে।
৬. কম খাওয়া ও কম ঘুমানো সুন্নাতের নীতি অনুসরণ করা যায়।
৭. নেশাজাত দ্রব্য ও পাপাচার থেকে নিজেকে সংরক্ষণ করা সহজ হয়।
৮. গরীব ও অসহায় মানুষদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া যায়।
৯. দাওয়াতী কাজে সময়, শ্রম, অর্থ ও মেধা ব্যয় করা সহজ হয়।
১০. নিজের ও পরিবারের জন্য আল্লাহ্র নিকট বেশী বেশী দো'আ করা যায়।
১১. আত্মীয়, প্রতিবেশী ও দরিদ্রদের ইফতারে অংশীদার করা যায়।
১২. মোবাইল ও টিভির খারাপ অনুষ্ঠান থেকে নিজেকে রক্ষা করা সহজ হয়।
১৩. তারাবীহ ছালাতে মনোনিবেশ করা সহজ হয়।
১৪. বৃথা তর্ক, ঝগড়া ও ফেতনা-ফাসাদ এড়িয়ে চলা সম্ভব হয়।
১৫. সোনামণি বালিকা ও মহিলাদের পর্দার ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব হয়।
১৬. অপ্রয়োজনীয় কথা নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হয়।
১৭. ধৈর্যের অনুশীলন ও ঈমানদারদের সাথে সুসম্পর্ক সৃষ্টি হয়।
১৮. অসহায় ও ক্ষুধার্থদের ক্ষুধার যন্ত্রণা বুঝা যায়।
১৯. সাহারী ও ইফতার আমাদেরকে নিয়মানুবর্তিতা শিক্ষা দেয়।
২০. জান্নাত লাভ ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির সুযোগ সৃষ্টি হয়।

www.ahlehadeethbd.org

২১. সর্বোপরি আল্লাহ্র খাছ রহমত ও বিশেষ নে'মত অর্জন করা সম্ভব হয়।

রামাযানে সোনামণিদের প্রশিক্ষণ :

পবিত্র রামাযানে 'সোনামণি' সংগঠনের প্রতিটি শাখায় শিশু-কিশোরদের নিয়ে নিম্নের বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে হবে। তাহলে তাদের জীবন হবে আরও সুন্দর, পরিপাটি ও শান্তিময়।

১. মিথ্যা কথা বলার ভয়াবহ পরিণাম ও সত্য বলার উপকারিতা।
২. অহংকার ও রাগ করার পরিণাম ও ক্ষতিকারক দিকসমূহ।
৩. পিতা-মাতার কাছে অহেতুক বায়না না ধরা।
৪. কারও প্রতি হিংসা, বিদ্বেষ ও ঘৃণা না করা।
৫. কারও প্রতি সন্দেহ না করা।
৬. গীবত ও চোগলখুরি থেকে নিজেকে রক্ষা করা।
৭. অশ্লীল কথা না বলা ও গালিগালাজ না করা।
৮. ঝগড়া বিবাদ ও উপহাস না করা।
৯. কাউকে মন্দ নামে না ডাকা।
১০. খেলার ছলে কাউকে মিথ্যা না বলা।
১১. ছোটদের বাঘ-শিয়ালের ভয় না দেখানো।
১২. মোবাইল ও টিভির খারাপ অনুষ্ঠান না দেখা।
১৩. অশ্লীল বই ও ম্যাগাজিন না পড়া।
১৪. দুষ্ট ও খারাপ ছেলেদের সাথে বন্ধুত্ব না করা।
১৫. নেশাজাত দ্রব্য পরিহার করা।
১৬. খোলা ছাদে খেলাধুলা ও ঘুড়ি না উড়ানো।
১৭. তাড়াহুড়া করে কোন কাজ না করা।
১৮. ক্লাসে ও প্রাইভেটে বিলম্বে উপস্থিত না হওয়া।
১৯. ছালাতে উদাসীনতা না দেখানো।
২০. শিরক, বিদ'আত ও ঈমান সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া।
২১. কারো প্রতি যুলুম না করা।
২২. ছাদাকার মাধ্যমে বালা-মুছিবত ও রোগ-বালাই দূর করা।
২৩. নেশা ও অশ্লীলতা পরিহার করা।

সকলের পালনীয় কর্তব্য সমূহ :

১. শাবান মাসের শেষে পবিত্র রামাযানের চাঁদ দেখা *(মিশকাত হা/১৯৬৯)*।
২. মনে মনে সংকল্পের মাধ্যমে ছিয়ামের নিয়ত করা *(মিশকাত হা/০১)*
৩. যথাযথভাবে ছিয়ামের মাধ্যমে তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি অর্জন করা *(বাক্বারাহ ২/১৮৩)*।
৪. তারাবীহ ছালাত আদায় করা *(বুখারী, মিশকাত হা/১৯৫৮)*।
৫. শেষ রাতে বরকতময় সাহারী খাওয়া *(মুসলিম হা/২৬০৪; মিশকাত হা/১৯৯৩)*।
৬. কেউ ঝগড়া করতে আসলে আমি ছায়েম বলে চুপ থাকা *(বুখারী হা/১৯০৪; মিশকাত হা/ ১৯৫৯)*।
৭. সাধ্যমত অসহায় ও প্রতিবেশীদের দান-ছাদাক্বা করা *(মুসলিম হা/২৩০৭; বুখারী হা/১৯০২)*।
৮. ক্বদরের রাতে ও শেষ দশকে বেশী বেশী ইবাদত করা *(বুখারী হা/৩৭; মুসলিম হা/১৮১৫)*।
৯. ঈদের ছালাতের পূর্বেই ছাদাক্বাতুল ফিতর আদায় করা *(বুখারী হা/১৫০৩; মিশকাত হা/১৮১৫)*।
১০. সম্ভব হলে ই'তেকাফ ও ওমরা হজ্জ পালন করা *(মিশকাত হা/২১০০)*।

www.ahlehadeethbd.org

১১. সকল অবস্থায় ধৈর্যের অনুশীলন করা *(বাক্বারাহ ২/১৫৩)*।

১২. কম কথা বলার নীতি অবলম্বন করা *(কৃফ-১৮)*।

১৩. ঈদের ছালাতে অংশগ্রহণ করা এবং সংযম ভাবে ঈদ উদযাপন করা *(মিশকাত হা/১৪৩৯)*।

চিকিৎসা বিজ্ঞান ও ছিয়াম সাধনা :

ছিয়াম পালনে শুধু পরকালীন স্বার্থ হাছিল হয় না। ছিয়ামের মাধ্যমে দীর্ঘ ও সুস্থ জীবনের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। যা বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে। অল্প ও পরিমিত খাওয়া ইসলামী আদর্শ। বাংলায় একটা প্রবাদ আছে, 'বেশী বাঁচবি তো কম খা' বিশ্ব বিখ্যাত মুসলিম চিকিৎসক ইবনে সিনা তার রোগীদের তিন সপ্তাহ উপবাস পালনের পরামর্শ দিতেন *(সাপ্তাহিক মুসলিম জাহান, ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৮ পৃ. ১১)*।

ডা. নাকিউন বলেন, তিনটি নিয়ম পালন করলে শরীরের বিষাক্ত দ্রব্য বের হয়ে যায় এবং বার্ধক্য থামিয়ে দেয়। নিয়ম তিনটি হল : ১. দৈহিক পরিশ্রম দেহকে সতেজ রাখে। ২. হাঁটাচলা করলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে। ৩. প্রত্যেক মাসে কমপক্ষে একদিন অভুক্ত থাকলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে *(মাসিক আত-তাহরীক, জানুয়ারী ১৯৯৯, পৃ. ১৫)*।

ছিয়াম সাধনায় স্বাস্থ্যগত উপকারিতা :

১. ছিয়াম পালন করলে শরীরের কোন ক্ষতি হয় না। বরং বহু উপকার হয়।

২. খাদ্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

৩. বদহজম দূর করে।

৪. শরীরের দূষিত পদার্থ বের হয়ে যায়।

৫. মেদ ভুঁড়ি বা চর্বির পরিমাণ কমে যায়।

৬. ওযন সামান্য পরিমাণ কমে যায়। এতে অনেকেরই উপকার হয়।

৭. রক্তের কণিকা ১৫-৩২ লাখ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

৮. দেহ মন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা থাকে।

৯. ব্রেনে নতুন কোষ তৈরী হয় এবং উর্বর শক্তি বৃদ্ধি পায়।

১০. পাকস্থলীর বিরতির ফলে তার কর্ম ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

ছিয়াম অবস্থায় অতিরিক্ত থুথু ফেলা নিষিদ্ধ :

জিহ্বা মানব দেহের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। জিহ্বা দ্বারা আমরা ঝাল-মিষ্টি, তিতো, নোনটা ও টক পরীক্ষা করতে পারি। ছিয়ামের কারণে জিহ্বার কোষগুলো সতেজ হয় এবং রুচি বৃদ্ধি পায়। ফলে হজম শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং রোগ ব্যাধি দূর হয়। ছিয়াম অবস্থায় অনেকে ছিয়াম ভেঙ্গে যাবে বলে ঘন ঘন থুথু ফেল। এ ধারনা ভুল এবং স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। ঘন ঘন থুথু ফেলার জন্য দেহের অতি মূল্যবান দ্রব্য 'টায়লিন' বের হয়ে গেলে শরীর ক্রমশ দুর্বল হয়।

উপসংহার :

ছিয়ামের মাধ্যমে আল্লাহ নৈকট্য লাভ হয়। আল্লাহ্র প্রতি ভালবাসা ও পরেহেযগারিতা অর্জন হয় এবং মন ও প্রবৃত্তিকে দমন ও নিয়ন্ত্রণ করা যায়। যাবতীয় খারাপ অভ্যাস ও আচরণ পরিত্যাগ করে প্রকৃত মুমিন হবার প্রশিক্ষণ দেয় ছিয়াম। পাপ মুক্ত জীবন গঠনে ছিয়ামের বিকল্প নেই। রামাযানের ছিয়ামের মাধ্যমে সঠিক প্রশিক্ষণ নিলে আমরা পাব আদর্শ পরিবার, সুশৃংখল সমাজ, দেশ ও জাতি। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন আমীন!

www.ahlehadeethbd.org

দয়া

আসাদুল্লাহ আল-গালিব, এম. এ
দাওয়া এণ্ড ইসলামিক ইস্টাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

(শেষ কিস্তি)

রাসূল (ছাঃ)-এর চাচা ইবনু আব্বাসের স্ত্রী উম্মে ফযল (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, 'আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, রাসূল (ছাঃ)-এর কোন একটি অংশ আমার ঘরে। আমি ভীত হয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট আসলাম ও বিষয়টি জানালাম তিনি বললেন, ভাল। ফাতেমা একটি সন্তান প্রসব করলে তাকে তুমি তোমার ছেলে কুছামের সাথে লালন-পালন করবে। উম্মে ফযল বলেন, ফাতেমা হাসানকে প্রসব করল, অতঃপর আমাকে দেওয়া হল। আমি তাকে দুধ পান করালাম। এমনকি দুধ ছাড়ালাম। অতঃপর তাকে নিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে আসলাম ও তাঁর কোলে বসালাম। আর পেশাব করে দিল। ফলে আমি তাকে দুই কাঁধের মাঝে মারলাম। রাসূল (ছাঃ) আমাকে বললেন, আমার নাতীর সাথে কোমল আচরণ কর অথবা ভাল ব্যবহার কর' *(আহমাদ হা/২৬৮৭৫)*।

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, 'আমি নবী (ছাঃ)-এর চেয়ে সংক্ষিপ্ত এবং পূর্ণাঙ্গ ছালাত আর কোন ইমামের পিছনে আদায় করিনি। আর তা এজন্য যে তিনি শিশুর কান্না শুনে ছালাত সংক্ষেপ করতেন' *(বুখারী হা/৭০৮; মুসলিম হা/৪৭)*।

মানুষের সাথে কোমল আচরণ ও দয়া :

যখন কোন পরিচিত বা অপরিচিত মানুষের সাথে সাক্ষাৎ হবে তখন পারস্পরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ করতে হবে। কোন ভাবেই কথাবার্তা বা অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে মন্দ আচরণ করা যাবে না। কেননা কোমলতা দয়ারই একটি অংশ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি কোমলতা থেকে বঞ্চিত সে যাবতীয় কল্যাণ থেকে বঞ্চিত' *(আবুদাঊদ হা/৪৮০৯)*। অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'হে আয়েশা আল্লাহ তা'আলা নম্র ব্যবহারকারী। তিনি নম্রতা পসন্দ করেন। তিনি নম্রতার দরুন এমন কিছু দান করেন যা কঠোরতার দরুন দান করেন না' *(মুসলিম হা/২৫৯৩)*। রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, তোমরা যমীন বাসীদের উপর দয়া কর, তাহলে যিনি আসমানের উপরে আছেন তিনি তোমাদের উপর দয়া করবেন' *(তিরমিযী হা/১৯২৪)*। দয়া রহমান হতে উদগত হয়। যে লোক দয়ার সম্পর্ক বজায় রাখে আল্লাহ তা'আলাও তার সাথে নিজ সম্পর্ক বজায় রাখেন। যে লোক দয়ার সম্পর্ক ছিন্ন করে। আল্লাহ তা'আলাও তার সাথে দয়ার সম্পর্ক ছিন্ন করেন।

ছোটদের কোমল ভাষায় উপদেশ দেওয়া :

ওমর বিন আবু সালামা (রাঃ) বলেন, كُنْتُ غُلاَمًا فِى حَجْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ يَدِى تَطِيشُ فِى الصَّحْفَةِ فَقَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

www.ahlehadeethbd.org

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا غُلاَمُ سَمِّ اللهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ 'আমি শৈশবে রাসূল (ছাঃ)-এর গৃহে ছিলাম। আমার হাত খাবার পাত্রের চতুর্দিকে যাচ্ছিল। তখন রাসূল (ছাঃ) আমাকে বললেন, বৎস, বিসমিল্লাহ বল, ডান হাতে খাও এবং নিজের সম্মুখ হতে খাও' *(বুখারী হা/৫৩৭৬; মিশকাত হা/৪১৫৯)*।

মন্দ আচরণকারীর প্রতি দয়া :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছিলেন মন্দ আচরণকারীর প্রতি দয়া প্রদর্শনে সর্বোত্তম নমুনা। আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে পথ চলছিলাম। তখন তিনি নাজরানে প্রস্তুতকৃত মোটা পাড়ের চাদর পরিহিত অবস্থায় ছিলেন। এক বেদুঈন তাঁকে পেয়ে খুব জোরে চাদর টেনে দিল। অবশেষে আমি দেখলাম, জোরে টানার কারণে নবী (ছাঃ)-এর ঘাড়ে চাদরের পাড়ের দাগ বসেছে। অতঃপর বেদুঈন বলল, আল্লাহ্র যে সম্পদ আপনার নিকট আছে তা হতে আমাকে কিছু দেওয়ার আদেশ দিন। রাসূল (ছাঃ) তার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসি দিলেন। আর কিছু তাকে দেওয়ার আদেশ দিলেন' *(বুখারী হা/৩১৪৯)*। রাসূল (ছাঃ) মন্দ আচরণকারীর প্রতি কত নমনীয় ছিলেন! আমাদেরকেও মন্দ আচরণকারীর প্রতি দয়াশীল ও নম্র হতে হবে। তাহলে সে মন্দ ব্যবহার হতে ফিরে আসবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'ভাল ও মন্দ কখনো সমান হতে পারে না। তুমি উত্তম দ্বারা (অনুত্তমকে) প্রতিহত কর। ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে, সে (তোমার) অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে যাবে। এই গুণের অধিকারী কেবল তারাই হতে পারে, যারা ধৈর্যধারণ করে এবং এই গুণের অধিকারী কেবল তারাই হতে পারে, যারা মহা ভাগ্যবান' *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/৩৪-৩৫)*।

দুর্বলের প্রতি দয়া :

দুর্বল শ্রেণীর লোকেরা সর্বদা শক্তিশালী ব্যক্তিদের দ্বারা নির্যাতিত ও নিপীড়িত হয়ে থাকে। গৃহ কর্মীরা যে ধরনের মারধরের শিকার হয় তা পত্রিকায় পড়ে গা কেঁপে উঠে। অথচ রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি তার দাসকে চড় মারল অথবা প্রহার করল। তার জন্য কাফফারা হল তাকে আযাদ (মুক্ত) করে দেওয়া' *(মুসলিম হা/১৬৫৭)*। এ হাদীছের ব্যাখ্যায় ইমাম নববী (রহ.) ওলামায়ে কেরামের মতামত তুলে ধরে বলেন, 'দাস-দাসীদের প্রতি দয়াশীল হওয়া, তাদের সাথে উত্তম আচরণ করা বরং তাদের কষ্ট দূর করা সকলের উচিত' *(মুসলিমের ব্যাখ্যা ১১/১২৭)*। আবু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, 'একদা আমি আমার ক্রীতদাসকে চাবুক দিয়ে প্রহার করছিলাম। হঠাৎ আমার পিছনে থেকে একটি শব্দ শোনলাম, হে আবু মাসঊদ! জেনে রেখো! রাগের কারণে আমি শব্দটি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম না। বর্ণনাকারী বলেন, যখন তিনি আমার কাছাকাছি এলেন

www.ahlehadeethbd.org

তখন দেখতে পেলাম, তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)। তিনি বলছেন, হে আবু মাসঊদ! তুমি জেনে রেখো, হে আবু মাসঊদ! তুমি জেনে রেখো! বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আমি চাবুকটি আমার হাত থেকে ফেলে দিলাম। তিনি বললেন, হে আবু মাসঊদ! তুমি জেনে রেখো যে, এ গোলামের উপর তোমার ক্ষমতার চেয়ে তোমার উপর আল্লাহ তা'আলা অধিক ক্ষমতাবান। বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, এরপর কখনও কোন কৃতদাসকে আমি প্রহার করবো না' *(মুসলিম হা/১৬৫৯)*।

বন্দীদের প্রতি দয়া :

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) একদল অশ্বারোহী সৈন্য নজদের দিকে পাঠিয়ে ছিলেন। তারা সুমামা ইবনু উছাল নামক বনু হানীফার এক লোককে ধরে আনলেন এবং মসজিদের নববীর একটি খুঁটির সঙ্গে তাকে বেঁধে রাখলেন। তখন নবী (ছাঃ) তার কাছে গিয়ে বললেন, ওহে সুমামা! তোমার কাছে কেমন মনে হচ্ছে? সে উত্তর দিল, হে মুহাম্মাদ! আমার কাছে তো ভালই মনে হচ্ছে। যদি আমাকে হত্যা করেন তাহলে আপনি একজন খুনিকে হত্যা করবেন। আর যদি আপনি অনুগ্রহ করেন তাহলে একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে অনুগ্রহ করবেন। আর যদি আপনি অর্থ সম্পদ পেতে চান তাহলে যতটা ইচ্ছা দাবি করুন। নবী (ছাঃ) তাকে সে অবস্থার উপর রেখে পরপর ৩ দিন ভাল আচরণ করার পর বললেন, তোমরা সুমামার বন্ধন ছেড়ে দাও। এবার সুমামা মসজিদে নববীতে প্রবেশ করে বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্‌র রাসূল (তিনি বললেন) হে মুহাম্মাদ! আল্লাহ্‌র কসম! ইতি পূর্বে আমার কাছে যমীনের উপর আপনার চেহারার চেয়ে অধিক অপসন্দনীয় আর কোন চেহারা ছিলনা। কিন্তু এখন আপনার চেহারাই আমার কাছে সকল চেহারা অপেক্ষা অধিক প্রিয়। আল্লাহ্‌র কসম! আমার কাছে আপনার দ্বীন অপেক্ষা অধিক ঘৃণিত অন্য কোন দ্বীন ছিল না। এখন আপানার দ্বীনই আমার কাছে সকল দ্বীনের চেয়ে প্রিয়তম। আল্লাহ্‌র কসম! আমার মনে আপনার শহরের চেয়ে অধিক খারাপ শহর অন্য কোনটি ছিলনা। কিন্তু এখন আপনার শহরটি আমার কাছে সকল শহরের চেয়ে অধিক প্রিয়। আপনার অশ্বারোহী সৈনিকগণ আমকে ধরে এনেছে, সে সময় আমি উমরাহর উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিলাম। এখন আপনি আমাকে কি হুকুম করেন? তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে সুসংবাদ প্রদান করলেন এবং ওমরাহ আদায়ের নির্দেশ দিলেন। এরপর তিনি যখন মক্কায় আসলেন তখন এক ব্যক্তি তাকে বলল, বেদ্বীন হয়ে গেছ? তিনি উত্তর করলেন, না বরং আমি মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে ইসলাম গ্রহণ করেছি। আর আল্লাহ্‌র

www.ahlehadeethbd.org

কসম! নবী (ছাঃ)-এর অনুমতি ব্যতীত তোমাদের কাছে ইয়ামামা থেকে একটি গমের দানাও আসবে না' *(বুখারী হা/৪৩৭২)*।

পশু প্রাণীর উপর দয়া :

রাসূল (ছাঃ) পশুকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে বলেছেন, তোমরা তোমাদের পশুর পিঠকে মিম্বার বানানো থেকে সাবধান! কেননা আল্লাহ পশুকে তোমাদের অনুগত করেছেন তোমাদের এক জনপদ থেকে আর এক জনপদে পৌঁছার জন্য, যেখানে তোমরা দৈহিক কষ্ট ছাড়া পৌঁছাতে সক্ষম হতে না। তিনি যমীনকে তোমাদের বসবাসের উপযোগী করেছেন। তোমরা এর উপর নিজেদের সকল প্রয়োজন পূরণ কর' *(আবুদাঊদ হা/২৫৬৭)*। অন্য হাদীছে এসেছে, একদা রাসূল (ছাঃ) এমন একটি উটের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যে উটটির পেট অনাহারে পিঠের সাথে লেগে গিয়েছিল। তিনি বললেন, তোমরা এসব বাকশক্তিহীন পশুর ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। সুস্থ সবল পশুর পিঠে আরোহণ করবে এবং এদেরকে উত্তমরূপে আহার করাবে' *(আবুদাঊদ হা/২৫৪৮)*। শাদ্দাদ ইবনু আওস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট দু'টি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে শুনেছি। ১. মহান আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন বাধ্যতামূলক করেছেন। সুতরাং তোমরা হত্যা করার সময় সঠিক পন্থায় (দ্রুত) হত্যা করবে। ২. তোমরা যখন যবেহ করবে, দয়া সহকারে উত্তম পন্থায় যবেহ করবে। তোমাদের প্রত্যেকে যেন তার ছুরি ভালভাবে ধারালো করে নেয় এবং যবেহ করার পশুটিকে আরাম দেয়' *(আবুদাঊদ হা/২৮১৪)*। বিড়ালের সাথে খারাপ আচরণের কারণে জাহান্নামী হয়েছে এক নারী। সে বিড়ালটিকে বেঁধে রেখেছিল। ফলে সে অবস্থায় বিড়ালটি মারা যায় *(বুখারী হা/৩৪৮২)*।

পশু প্রাণীর প্রতি দয়ায় গুনাহ মাফ :

জীব-জন্তু, পশু-পাখির প্রতি দয়া করে আমরা আমাদের গুনাহ মাফ করে নিতে পারি। 'একজন লোক রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে তার ভীষণ পিপাসা লাগল। সে কূপে নেমে পানি পান করল। এরপর সে বের হয়ে দেখতে পেল যে, একটা কুকুর হাঁপাচ্ছে এবং মাটি চাটছে। সে ভাবল, কুকুরটারও আমার মত পিপাসা লেগেছে। সে কূপের মধ্যে নামল এবং নিজের মোজা ভরে পানি নিয়ে মুখ দিয়ে সেটি ধরে উপরে উঠে এসে কুকুরটিকে পানি পান করালো। আল্লাহ তা'আলা তার আমল কবুল করলেন ও তার গুনাহ মাফ করে দেন। ছাহাবীগণ বললেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) চতুষ্প জন্তুর উপকার করলে ও কি ছাওয়াব হবে? প্রত্যেক প্রাণীর উপকার করলেই পূণ্য রয়েছে' *(বুখারী হা/২৩৬৩; মুসলিম হা/১৭৬১)*।

খাদেম ও চাকরের উপর দয়া :

একজন অপরাধী অপরাধ করার পরেও তার উপর দয়ার প্রয়োজন অনুভব করে। একজন ছাত্র তার শিক্ষকের নিকট

www.ahlehadeethbd.org

ভালবাসা পূর্ণ আচরণ কামনা করে। অনুরূপভাবে একজন খাদেম তার মনিবের নিকট থেকে দয়া, কোমলতা, ও সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণের প্রত্যাশা করে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমাদের গোলামেরা তোমাদেরই ভাই। আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীনস্ত করেছেন। কাজেই ভাই যদি তার অধীনে থাকে। ফলে সে যা খায় তা হতে যেন তাকে খেতে দেয় এবং নিজে যা পরিধান করে তা হতে যেন তাকে পরিধান করায় এবং তাদের সাধ্যতীত কোন কাজে বাধ্য না করে। তোমরা যদি তাদের শক্তির উর্ধ্বে কোন কাজ তাদের দাও তবে তাদের সহযোগিতা কর' *(বুখারী হা/২৫৪৫)*। অপর এক হাদীছে এসেছে, এক ব্যক্তি নবী (ছাঃ) এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা কাজের লোককে দিনে কতবার মাফ করবো? তিনি চুপ থাকলেন। লোকটি আবার একই প্রশ্ন করলেন এবারও তিনি চুপ থাকলেন। তৃতীয়বার প্রশ্ন করলেন। তিনি বললেন, প্রতিদিন সত্তর বার' *(আবুদাঊদ হা/৫১৬৪)*। হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহ্র রাসূল যখন মদীনায় এলেন, তখন তাঁর কোন খাদেম ছিলনা। আবু তালহা (রাঃ) আমার হাত ধরে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট নিয়ে গেলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আনাস একজন বুদ্ধিমান ছেলে। সে আপনার খেদমত করবে। আনাস (রাঃ) বলেন, অতঃপর সফরে ও আবাসে আমি তাঁর খেদমত করেছি। আমার কোন কাজ সম্পর্কে তিনি কখনো বলেননি, তুমি এরূপ কেন করলে? কোন কাজ না করলে তিনি বলেননি তুমি এটি এরকম কেন করলেনা? *(বুখারী হা/২৭৬৮; মুসলিম হা/৬০৩৮)*।

ইবাদতের ক্ষেত্রে আত্মার উপর দয়া করা :

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'হে লোক সকল তোমরা আমল করতে থাক। তোমাদের সামর্থ অনুযায়ী। কারণ আল্লাহ তা'আলা ক্লান্ত হন না বরং তোমরাই ক্লান্ত হয়ে পড়বে। আর আল্লাহ্র নিকট ঐ আমল সবচেয়ে প্রিয় যা সর্বদা করা হয় তা কম হলেও' *(বুখারী হা/৫৮৬১; মুসলিম হা/২১)*। অন্য হাদীছে এসেছে, রাসূল (ছাঃ) মসজিদে প্রবেশ করে দেখতে পেলেন যে, দু'টি স্তম্ভের মাঝে একটি রশি টাঙ্গানো রয়েছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ রশিটি কি কাজের জন্য? লোকেরা বলল, এটি যয়নবের রশি। তিনি (ইবাদত করতে করতে) অবস হয়ে পড়লে এটির সাথে নিজেকে বেঁধে দেন। নবী (ছাঃ) বললেন, না ওটা খুলে দাও। তোমাদের কারো প্রাণন্তর থাকা পর্যন্ত ইবাদত করা উচিত। যখন সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন সে যেন বসে পড়ে' *(বুখারী হা/১১৫০)*।

পিতা-মাতার প্রতি দয়া :

পিতা-মাতার উপর দয়া করা সন্তানের অবশ্যই কর্তব্য। '(আল্লাহ বলেন,) আর আমরা মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা

www.ahlehadeethbd.org

তাকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে গর্ভে ধারণ করেছে। আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছরে। অতএব তুমি আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। (মনে রেখ, তোমার) প্রত্যাবর্তন আমার কাছেই' *(লোকমান ৩১/১৪)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, 'এক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট আরয করল, হে আল্লাহ্র রাসূল আমার নিকট সর্বোপেক্ষা অধিক সৌজন্যমূলক আচরণ পাওয়ার অধিকারী কে? উত্তরে তিনি বললেন, তোমার মা। সে আবার জিজ্ঞেস করল তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে আবার জিজ্ঞেস করল তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার পিতা' *(বুখারী হা/৫৯৭১; মিশকাত হা/৪৯১১)*।

নিজের উপর দয়া :

দয়ার ক্ষেত্রে আগে নিজের অবস্থার দিকে লক্ষ রাখতে হবে। এ সম্পর্কে হাদীছে এসেছে, বনু উযযাহ গোত্রের এক ব্যক্তি তার এক গোলামকে তার মৃত্যুর পর মুক্ত হওয়ার কথা দিলেন। অতঃপর এ সংবাদ রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে পৌঁছলে তিনি বললেন, এ ছাড়া তোমার কাছে কি আর কোন সম্পদ আছে? তিনি বললেন, না। নবী (ছাঃ) বললেন, এমন কে আছ যে আমার কাছ থেকে এ গোলামটিকে ক্রয় করবে? নুআঈম ইবনু আব্দুল্লাহ আল আদাবী (রাঃ) তাকে আটশ দিরহামে ক্রয় করলেন। অতঃপর তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে এসে দিরহামগুলো নিয়ে আসলেন। তিনি তা গোলামের মালিককে বুঝিয়ে দিয়ে বললেন, এ অর্থ তুমি প্রথমে তোমার নিজের জন্য ব্যয় কর। অপঃপর যদি কিছু থাকে তাহলে তোমার পরিবারের লোকের জন্য ব্যয় কর' *(মুসলিম হা/৯৯৭)*।

নিকট আত্মীয়দের প্রতি দয়া :

দয়া অনুগ্রহ প্রদর্শনের ক্ষেত্রে নিকটাত্মীয় থেকে শুরু করতে হবে। আনছার ছাহাবী আবু ত্বালহা (রাঃ) তার সবচেয়ে প্রিয় এবং মূল্যবান সম্পদ 'বায়রুহা' কূয়াটি (بئرحاء), যা মসজিদে নববীর সম্মুখে ছিল এবং যেখান থেকে রাসূল (ছাঃ) পানি পান করতেন, সেটা দান করে দিলেন। রাসূল (ছাঃ) বললেন, রাখ, রাখ, এটা খুবই মূল্যবান সম্পদ। আমি মনে করি এটা তুমি তোমার নিকটাত্মীয়দের মধ্যে বণ্টন করে দাও। তিনি বললেন, সম্পদ আপনাকে দিয়েছি হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি এটা যেভাবে খুশী ব্যয় করুন। আমি তো কেবল আল্লাহ্র নিকটে এর প্রতিদান চাই। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) উক্ত সম্পদ আবু ত্বালহার নিকটাত্মীয় ও চাচাতো ভাইদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন' *(বুখারী হা/১৪৬১; মুসলিম হা/৯৯৮)*।

অমুসলিমদের মন্দ আচরণেও দয়া :

রাসূল (ছাঃ) অমুসলিমদের প্রতি কখনো খারাপ আচরণ করতেন না। তারা গালি দিলে ও ভুল করলে সুন্দর আচরণের মাধ্যমে শিক্ষা দিতেন। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, একবার এক

www.ahlehadeethbd.org

বেদুইন মসজিদে প্রস্রাব করে দিল। লোকেরা উঠে তার দিকে গেল। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তার প্রস্রাব করতে বাধা দিও না। অতঃপর তিনি এক বালতি পানি আনলেন এবং তাতে ঢেলে দিলেন' *(মুসলিম হা/২৮৪; মিশকাত হা/৪৯২)*। আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন একদল ইহূদী রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে প্রবেশের অনুমতি চাইল। তখন তারা বলল, السَّامُ عَلَيْكَ 'তোমার মৃত্যু হোক'। রাসূল (ছাঃ) বললেন, وَعَلَيْكُمْ 'তোমাদের উপরও'। (আয়েশা বলেন,) আমি বললাম, السَّامُ عَلَيْكُمْ، وَلَعَنَكُمُ اللهُ وَغَضِبَ عَلَيْكُمْ 'তোমাদের উপর মৃত্যু, আল্লাহ্র লা'নত ও গযব পতিত হোক'। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, مَهْلاً يَا عَائِشَةُ عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ وَإِيَّاكِ وَالْعُنْفَ أَوِ الْفُحْشَ 'হে আয়েশা! থাম। তোমার জন্য আবশ্যক হল নম্রতা অবলম্বন করা। আর তুমি কঠোরতা অথবা অশ্লীলতা থেকে বেঁচে থাক। তিনি বললেন, আপনি কি শোনেননি তারা কি বলেছে? রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি কি শোননি আমি কি বলেছি? আমি তাদের বিরুদ্ধে যে জবাব দিয়েছি তাদের সম্পর্কে আমার দো'আ কবুল করা হবে। কিন্তু আমার ব্যাপারে তাদের দো'আ কবুল করা হবে না' *(বুখারী হা/৬৪০১; মিশকাত হা/৪৬৩৮)*।

স্ত্রীর প্রতি দয়া :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্ত্রীদের প্রতি সুন্দর ব্যবহার করতেন। কখনো গালি দিতেন না। রাগান্বিত হতেন না। খাবারের দোষত্রুটি বর্ণনা করতেন না। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) 'কখনো কোন খাদ্যকে মন্দ বলতেন না। রুচি হলে খেতেন না হলে বাদ দিতেন' *(বুখারী হা/৩৫৬৩)*। অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের মধ্যে উত্তম লোক তারাই যারা তাদের স্ত্রীদের কাছে উত্তম' *(ইবনু মাজাহ হা/১৯৭৮)*।

উপসংহার :

দয়া একটি মহৎ গুণ। যার মাধ্যমে অন্যের প্রতি দয়াকারী ব্যক্তি নিজেও আল্লাহ্র দয়া প্রাপ্ত হয়। সকলে অন্যের নিকট থেকে দয়া ও ভালবাসা পূর্ণ আচরণ কামনা করে। অতএব সোনামণিরা! তোমরা সকল ক্ষেত্রে দয়া, মায়া, মততা ও স্নেহশীল আচরণের প্রশিক্ষণ এখন থেকে গ্রহণ কর। দুর্বলের প্রতি দয়া কর। নম্রতা ও ভদ্রতা অর্জন কর। উগ্রতা ও কঠোরতা বর্জন কর। যে তোমার সাথে উগ্র আচরণ করে তুমি দয়া ও ভালবাসা পূর্ণ আচরণ দ্বারা তার হৃদয়কে সিক্ত কর। তাহলে সুন্দর ধুলির ধরণী শান্তিতে পূর্ণ হবে ইনশাআল্লাহ।

> আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত নবী (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ্র নিকট একজন মুসলিমের হত্যাকাণ্ড থেকে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাওয়া সহজতর'
>
> *(তিরমিযী হা/১৩৯৫)*।

www.ahlehadeethbd.org

তাবীয-কবচের ভয়াবহ পরিণতি

রবীউল ইসলাম

কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

মুমিন জীবনে ভরসার একমাত্র উৎস মহান আল্লাহ। তিনি আল্লাহ ব্যতীত ব্যক্তি, বস্তু, প্রাণী বা অন্য কোন কিছুর উপর ভরসা করতে পারেননা। কারণ বান্দার ভাল-মন্দের একমাত্র মালিক আল্লাহ। তিনি বলেন, قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ 'তুমি তাদের বলে দাও, তোমরা কি ভেবে দেখছ, যদি আল্লাহ আমার কোন অনিষ্ট করতে চান, তাহলে আল্লাহ্র পরিবর্তে তোমরা যাদের ডাকো, তারা কি সেই অনিষ্ট দূর করতে পারবে? পক্ষান্তরে যদি তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করতে চান, তাহলে তারা কি সেই অনুগ্রহ প্রতিরোধ করতে পারবে? সুতরাং ওদের বলে দাও, আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আর তাঁর উপরেই ভরসাকারীরা ভরসা করে থাকে' *(যুমার ৩৯/৩৮)*। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল আজকাল অনেক মুসলমান শয়তানের পাল্লাই পড়ে আল্লাহ্র উপর ভরসা না করে পীর-ফকীর, অলী-আউলিয়া, গাউছ-কুতুব, তাবীয-কবচ, সুতা, গাছের ছাল, ইত্যাদির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। আর মনে করছে যে, এগুলোর মধ্যে মানুষের জন্য কল্যাণ বা অকল্যাণ নিহিত রয়েছে। আফসোস! কোথায় উল্লিখিত আয়াতের বাস্তবতা আর কোথায় আমাদের বিশ্বাস? অথচ মুমিন একমাত্র আল্লাহ্র উপর ভরসা করবে এবং আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট হবে। তিনি বলেন, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর ভরসা করে তিনিই তার জন্য যথেষ্ট' *(তালাক ৬৫/৩)*। আল্লাহ আমাদেরকে এধরনের নিশ্চয়তা দেওয়ার পরেও তাবীয-কবচ, সুতা, জুতা, ন্যাকড়া, চামড়ার টুকরা ইত্যাদি ব্যবহার করে যাবতীয় বিপদ ও অকল্যাণ থেকে মুক্তির আশা করি। কিন্তু এগুলো আমাদের কল্পনা মাত্র। একটু ভেবে দেখুন! এসব তুচ্ছ জিনিসগুলোকে আমরা আল্লাহ্র স্থানে স্থান দিচ্ছি। অথচ এগুলোও আল্লাহ্র সৃষ্টি। যারা নিজেদের ক্ষতি এড়াতে পারে না। আগুনে পুড়লে বাধা দিতে পারে না। তাহলে তারা কিভাবে আমাদের বিপদ ঠেকাতে পারে? আল্লাহ বলেন, وَلاَ تَدْعُ مِن دُونِ اللّه مَا لاَ يَنفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ وَإِن يَمْسَسْكَ اللّه بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَآدَّ لِفَضْلِهِ يُصِيْبُ بِهِ مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ 'আর আল্লাহকে ছেড়ে এমন কাউকে আহ্বান

www.ahlehadeethbd.org

করো না, যে তোমার কোন উপকার করতে পারে না বা ক্ষতি করতে পারে না। যদি তুমি এরূপ কর, তাহলে তখন তুমি যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। যদি আল্লাহ তোমাকে কোন কষ্টে নিপতিত করেন, তবে তিনি ছাড়া তা দূর করার কেউ নেই। আর তিনি যদি তোমার প্রতি কোন কল্যাণ চান, তবে তার অনুগ্রহকে প্রতিরোধ করার কেউ নেই। স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাকে খুশী তিনি তা দান করেন। তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(ইউনুস ১০/১০৬-১০৭)*। হে মানুষ! আল্লাহ আমাদের বিবেক দান করে সম্মানিত করেছেন। আমরা কি একবার চিন্তা করে দেখেছি? অথচ তাবীয-কবচ, সুতা, জুতা, এ সমস্ত জিনিসের কোনই ক্ষমতা নেই। পৃথিবীর কোন শক্তিই আল্লাহ্র শক্তির কাছে কিছুই নয়। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা আমি রাসূল (ছাঃ)-এর পিছনে সওয়ারীতে বসা ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, 'হে বৎস! আল্লাহ্র বিধানসমূহ যথাযথভাবে মেনে চল, আল্লাহ তোমাকে হেফাযত করবেন। আল্লাহ্র হক আদায় কর, বিপদে আল্লাহকে তুমি তোমার সম্মুখে পাবে। যখন কারো নিকট কোন কিছু চাইবে তখন আল্লাহ্র নিকট চাইবে। যখন সাহায্য প্রার্থনা করবে, তখন আল্লাহ্র নিকটেই সাহায্য প্রার্থনা করবে। জেনে রেখ, যদি সমস্ত উম্মত একত্রিত হয়ে তোমার কোন উপকার করতে চায়, তবে তারা আল্লাহ্র নির্ধারিত তাক্বদীর ব্যতীত তোমার কোন উপকার করতে পারবে না। পক্ষান্তরে তারা একত্রিত হয়ে তোমার যদি কোন ক্ষতি করতে চায়, তাহলে তারা আল্লাহ্র নির্ধারিত তাক্বদীর ব্যতীত কোন ক্ষতি করতে পারবে না' *(তিরমিযী হা/২৫১৬; মিশকাত হা/৫৩০২)*।

আজ যতি আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর এ কথার উপর পূর্ণ আস্থাশীল হতে পারতাম তাহলে কখনোই ভয়-ভীতি বা রোগ, বালা, মুছীবত হতে মুক্তির জন্য এগুলোর উপর নির্ভরশীল হতাম না। বরং শরী'আত সম্মত কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত ঝাড় ফুঁকে সীমাবদ্ধ থাকতাম। কল্পনা প্রসূত তাবীয-কবচ ব্যবহার করতাম না। যায়নাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 'এক বৃদ্ধা আমাদের এখানে আসত এবং সে চর্মপ্রদাহের ঝাড়ফুঁক করত। আমাদের একটি লম্বা পা-বিশিষ্ট খাট ছিল। আব্দুল্লাহ (রাঃ) ঘরে প্রবেশের সময় সশব্দে কাশি দিতেন। একদিন তিনি আমার নিকট প্রবেশ করলেন। সে তার গলার আওয়াজ শুনতে পেয়ে একটু আড়াল হল। তিনি এসে আমার পাশে বসলেন এবং আমাকে স্পর্শ করলে এক গাছি সুতার স্পর্শ পেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি? আমি বললাম, চর্মপ্রদাহের জন্য সুতা পড়া বেঁধেছি। তিনি সেটা আমার গলা থেকে টেনে ছিঁড়ে ফেললেন এবং তা ছুঁড়ে

www.ahlehadeethbd.org

ফেলে দিয়ে বললেন, আব্দুল্লাহর পরিবার শিরকমুক্ত হল। আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'মন্ত্র, রক্ষাকবচ, গিঁটযুক্ত মন্ত্রপূত সুতা হল শিরকের অন্তর্ভুক্ত'। আমি বললাম, আমি একদিন বাইরে যাচ্ছিলাম, তখন অমুক লোক আমাকে দেখে ফেলল। আমার যে চোখের দৃষ্টি তার উপর পড়ল তা দিয়ে পানি ঝরতে লাগল। আমি তার মন্ত্র পড়ে ফুঁ দিলে তা থেকে পানি ঝরা বন্ধ হল এবং মন্ত্র পড়া বন্ধ করলেই আবার পানি পড়তে লাগল। তিনি বলেন, এটা শয়তানের কাজ। তুমি শয়তানের আনুগত্য করলে সে তোমাকে রেহাই দেয় এবং তার আনুগত্য না করলে সে তোমার চোখে তার আঙ্গুলের খোঁচা মারে। কিন্তু তুমি যদি তাই করতে, যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) করেছিলেন, তবে তা তোমার জন্য উপকারী হত এবং আরোগ্য লাভেও অধিক সহায়ক হত। তুমি নিম্নোক্ত দো'আ পড়ে পানিতে ফুঁ দিয়ে তা তোমার চোখে ছিটিয়ে দাও। أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا *আযহিবিল বা'স, রব্বান না-স! ওয়াশ্‌ফি, আনতাশ শা-ফী, লা শিফা-আ ইল্লা শিফা-উকা, শিফা-আল লা ইউগা-দিরু সাক্বামা।* 'কষ্ট দূর কর হে মানুষের প্রতিপালক! আরোগ্য দান কর। তুমিই আরোগ্য দানকারী। কোন আরোগ্য নেই তোমার দেওয়া আরোগ্য ব্যতীত; যা কোন রোগীকে ধোঁকা দেয় না' *(ইবনু মাজাহ হা/৩৫৩০)*।

রাসূল (ছাঃ)-এর বায়'আত হতে বঞ্চিত : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাবীয ব্যবহারকারীদের বায়'আত বা অঙ্গীকার গ্রহণ করতেন না। উক্বাহ ইবনু আমের (রাঃ) থেকে বর্ণিত একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে একদল লোক উপস্থিত হল। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) দলটির নয় জনকে বায়'আত করালেন এবং একজনকে বায়'আত করালেন না। তারা বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আপনি নয় জনকে বায়'আত করালেন আর একজনকে ছেড়ে দিলেন? রাসূল (ছাঃ) বললেন, তার সাথে একটি তাবীয আছে। তখন লোকটি হাত ভিতরে ঢুকিয়ে তাবীয ছিঁড়ে ফেললেন। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) তাকেও বায়'আত করালেন এবং বললেন, مَن تَعَلَّقَ تَمِيْمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ 'যে ব্যক্তি তাবীয ব্যবহার করল সে শিরক করল' *(আহমাদ হা/১৬৭৭১)*। শিরকের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। আল্লাহ বলেন, إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ 'বস্তুতঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে অন্যকে শরীক করে, আল্লাহ অবশ্যই তার উপরে জান্নাতকে হারাম করে দেন এবং তার ঠিকানা হল জাহান্নাম। আর যালেমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই' *(মায়েদাহ ৫/৭২)*।

www.ahlehadeethbd.org

এ সম্পর্কে আরও কিছু হাদীছ নিম্নরূপ-

সুতা বা রিং পরিধান করা হারাম এবং শিরক : সুতা বা রিং পরিধান করা ইসলামে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কেউ কোন বস্তু কোন কারণে শরীর বা অন্য কোথাও ঝুলিয়ে রাখলে আল্লাহ তাকে তার প্রতি সোপর্দ করে দেন *(তিরমিযী হা/২০৭)*। অর্থাৎ তার উদ্দেশ্য পূর্ণ করা হয় না বরং যা হবার তাই হয়ে যায়। অন্যত্র তিনি বলেছেন, 'যে ব্যক্তি গলায় সুতা জাতীয় কিছু ঝুলায় তার থেকে আমি মুহাম্মাদ মুক্ত *(আবুদাঊদ হা/৩৬)*।

পশুর গলায় সুতা ঝুলানো : (১) নবী (ছাঃ) বলেছেন যে, কোন উটের গলায় সুতা বা অন্য কিছু ঝুলানো থাকলে তা যেন কেটে ফেলা হয় *(আবুদাঊদ হা/২৫৫২)*। তবে বেঁধে রাখার জন্য পশুর গলায় কোন জিনিস লাগিয়ে রাখা হারাম নয়। বরং তা প্রয়োজনে করা যায়। যেন পশুটি পালিয়ে না যায়।

(২) রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা ঘোড়া বেধে রাখো এবং তার কপালে ও পশ্চাৎদেশে হাত বুলিয়ে দাও। দরকার হলে তার গলায় কিছু বেধে দিতে পারো। কিন্তু আসন্ন বিপদ-আপদ হতে বা কুদৃষ্টি হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য সুতা বা অন্য কিছু ঝুলিয়ে দিও না *(আবুদাঊদ হা/২৫৫৩)*।

তাবীয-কবচ শিরকী কাজ। দলীল নিম্নরূপ-

(১) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, অবশ্যই তাবীয-কবচ ও ভালোবাসা সৃষ্টির নিমিত্তে ব্যবহার্য যে কোন বস্তু শিরক *(আবুদাঊদ হা/৩৮৮৩; ইবনু মাজাহ হা/৩৫৯৬)*।

(২) রাসূল করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তাবীয ঝুলালো সে শিরক করল' *(আহমাদ হা/১৭৪২২)*।

(৩) ছাহাবীগণ (রাঃ) সকল প্রকার তাবীযকে অপসন্দ করতেন, চাই তার উৎস কুরআন হোক বা অন্য কিছু *(ইবনু আবী শায়বাহ হা/৩৫১৮)*।

প্রতীয়মান হল যে, তাবীয কোনভাবেই ব্যবহার করা যাবে না। বরং সর্বদা এ থেকে বিরত থাকা যরূরী। তবে এর বিপরীতে আমরা শরী'আত সম্মত উপায়ে ঝাড়-ফুঁক করতে পারি। যেমন-

(১) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার প্রিয় নাতী হাসান (রাঃ) এবং হোসাইন (রাঃ)-কে নিম্নোক্ত দো'আ দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করতেন- أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ আমি আল্লাহ্র পরিপূর্ণ কালিমার দ্বারা প্রত্যেক শয়তান, বিষাক্ত প্রাণী এবং প্রত্যেক কুদৃষ্টির অনিষ্ট হতে পানাহ চাচ্ছি' *(বুখারী হা/৩৩৭১)*।

(২) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একবার অসুস্থ হয়ে পড়লে জিবরীল (আঃ) তাকে নীচের দো'আটি দ্বারা ঝাড়িয়ে দেন, بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ اللَّهُ يَشْفِيكَ بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ. 'আমি আল্লাহ্র নামে

www.ahlehadeethbd.org

আপনাকে ঝেড়ে দিচ্ছি এমন সকল বিষয় হতে যা আপনাকে কষ্ট প্রদান করে। প্রত্যেক হিংসুক ব্যক্তির বা হিংসুক চোখের অনিষ্ট হতে। আল্লাহ আপনাকে নিরাময় করুন। আল্লাহ্র নামে আমি আপনাকে ঝেড়ে দিচ্ছি *(মুসলিম হা/২১৮৬)*।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখনই অসুস্থ হতেন তখনই জিবরীল এসে তাকে ঝেড়ে দিতেন *(মুসলিম হা/২১৮৫)*।

ঔষধ সেবন করা : ঝাড়-ফুঁক ব্যতীত ডাক্তারের মাধ্যমে চিকিৎসা গ্রহণ করা জায়েয। যেমন-

নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'যেহেতু আল্লাহ তা'আলা রোগ সৃষ্টি করেছেন সেহেতু তিনি ঔষধও সৃষ্টি করেছেন। অতএব তোমরা ঔষধ সেবন করো তথা চিকিৎসা গ্রহণ কর' *(আহমাদ হা/১২৫৯৬)*। এ হাদীছে স্পষ্টভাবে চিকিৎসা গ্রহণের বিষয়টি উল্লিখিত হয়েছে। সুতরাং সাধারণ চিকিৎসাকে তাবীযের সাথে তুলনা করা যাবে না।

জাহেলী যুগের কতিপয় তাবীযের নাম : জাহেলী যুগে তাবীযের ব্যাপক প্রচলন ছিল। যা আজও বিদ্যমান। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হল-

১. আন-নাফরা : জিন ও মানুষের বদ নযর হতে বাঁচার জন্য শিশুদের গলায়, হাত কিংবা পায়ে এ তাবীয বাঁধা হত।

২. আল-আক্বরাহ : বন্ধ্যাত্য দূর করার জন্য মহিলারা তাদের কোমরে এই তাবীয বেঁধে রাখতো।

৩. আত-তিওয়ালা : আল-কাহলা, আল-কারার, আল-হামরা এগুলো সবই পুঁতি জাতীয় তাবীয। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টির জন্য এই তাবীযগুলো ব্যবহার করা হত।

৫. আল-খাছমাহ : মামলায় জেতার জন্য এই তাবীয ব্যবহার করা হত।

৬. আল-আত্বফাহ : এ তাবীয ব্যবহার করলে মানুষের দয়া-মায়া অর্জন করা যায় এ ধারণা করা হত।

৭. আল-ক্বাবলা : বদ নযর হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য সাদা পুঁতির এ তাবীয ঘোড়ার গলায় বেঁধে দেয়া হত। এমন আরো অসংখ্য তাবীয অতীতে ব্যবহার করা হত এবং বর্তমানেও ব্যবহার হচ্ছে। এগুলো ব্যবহার করায় কোন উপকার নেই। বরং রাসূল (ছাঃ)-এর পবিত্র বাণীর নির্দেশকে লংঘন করা হচ্ছে।

তাই আসুন! আমরা সকল প্রকার তাবীযকে বর্জন করি এবং আল্লাহ্র উপর পূর্ণ ভরসা করি। আল্লাহ আমাদেরকে যাবতীয় হারাম কাজ হতে বাঁচার তাওফীক দান করুন-আমীন!

দারিদ্র কোন সংকট নয়, মূল সংকট হল চরিত্রের সংকট

- প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

www.ahlehadeethbd.org

হাদীছের গল্প

আল্লাহ্র ভালবাসা লাভ

আব্দুল ওয়াদূদ, ৮ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

মানবসেবা একটি মহৎগুণ। এগুণ যার মধ্যে আছে তাকে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা ভালবাসেন এবং তার প্রতি খুশি হন।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, এক ব্যক্তি অন্য এক গ্রামে তার মুসলমান ভাইয়ের সাথে সাক্ষাতের জন্য বের হল। আল্লাহ তার গমন পথে ফেরেশতা বসিয়ে রাখলেন। লোকটি সেখানে পৌঁছলে ফেরেশতা জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোথায় যাও? সে বলল, অমুক গ্রামে আমার একজন দ্বীনী ভাই আছে তাকে দেখতে যাচ্ছি। ফেরেশতা বললেন, তুমি তার উপর কোন অনুগ্রহ করেছ, যার বিনিময় লাভের জন্য যাচ্ছ। লোকটি বলল, আমি তাকে একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য ভালবাসি, তাই তাকে দেখতে যাচ্ছি। তখন ফেরেশতা বললেন, আমি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তোমার নিকট এসেছি যে, আল্লাহ তোমাকে অনুরূপ ভালবাসেন, যেমন তুমি তাকে ভালবাস' *(মুসলিম ২৫৬৭; মিশকাত হা/৫০০৭)*।

শিক্ষা :

দুনিয়াবী কোন স্বার্থ ছাড়ায় প্রতিবেশীকে ভালবাসলে আল্লাহ্র ভালবাসা পাওয়া যায়।

আল্লাহ্র রহমত থেকে বঞ্চিত যারা

মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

মালেক বিন হুয়াইরিছ তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মিম্বরে আরোহণ করলেন। প্রথম ধাপে উঠে বললেন, আমীন। অতঃপর দ্বিতীয় ধাপে উঠে বললেন, আমীন। অনুরূপ তৃতীয় ধাপেও উঠে বললেন, আমীন। অতঃপর তিনি (এর রহস্য ব্যক্ত করে) বললেন, আমার নিকট জিবরীল উপস্থিত হয়ে বললেন, হে মুহাম্মাদ! যে ব্যক্তি রামাযান পেল অথচ পাপমুক্ত হতে পারল না আল্লাহ তাকে তাঁর রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দেন। তখন আমি (প্রথম) আমীন বললাম। তিনি আবার বললেন, যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে অথবা তাদের একজনকে জীবিতাবস্থায় পেল অথচ তাকে জাহান্নামে যেতে হবে, আল্লাহ তাকেও তাঁর রহমত থেকে দূর করুন। এতে আমি আমীন বললাম। অতঃপর তিনি বললেন, যার নিকট আপনার (নাম) উল্লেখ করা হয় অথচ সে আপনার উপর দরূদ পাঠ করে না, আল্লাহ তাকেও রহমত থেকে দূর করুন। এতে আমি আমীন বললাম' *(ইবনু হিব্বান হা/৪০৯; তারগীব হা/৯৮২)*।

শিক্ষা :

প্রত্যেক আদম সন্তানের উচিত পিতা-মাতার সাথে সুন্দর ব্যবহার ও তাক্বওয়া সাথে ছিয়াম পালন করা এবং রাসূল (ছাঃ)-এর উপর সঠিক পদ্ধতিতে দরূদ পাঠের মাধ্যমে চির শান্তির জায়গা জান্নাত লাভ করা।

www.ahlehadeethbd.org

এসো দো'আ শিখি

সোনামণি প্রতিভা ডেস্ক।

নিজের ও ভাইয়ের জন্য ক্ষমা চেয়ে দো'আ :

رَبِّ اغْفِرْلِي وَلِأَخِيْ وَأَدْخِلْنَا فِيْ رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ-

উচ্চারণ : *রাব্বিগ্ ফিরলী ওয়ালি আখী ওয়া আদখিলনা ফী রাহমাতিকা, ওয়া আন্তা আরহামুর রা-হিমীন।*

অর্থ : 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ও আমার ভাইকে ক্ষমা করো এবং আমাদেরকে তোমার রহমতের অন্তর্ভুক্ত করো। তুমি তো সর্বাধিক দয়াময়' *(আ'রাফ ৭/১৫১)*।

উৎস : মূসা (আঃ) তাঁর কওমকে তাঁর ভাই হারূণ (আঃ)-এর দায়িত্বে রেখে ত্রিশ দিনের জন্য তূর পাহাড়ে গেলেন। আল্লাহ তা'আলা আরো দশ দিন বাড়িয়ে দিয়ে চল্লিশ দিন করলেন। এদিকে মূসা (আঃ)-এর অনুসারীরা তাঁর আসা বিলম্ব দেখে পথভ্রষ্ট 'সামেরীর' গো-বৎস পূজায় লিপ্ত হয়। হারূণ (আঃ) তাদের বাধা দিলে তার উপর ক্ষিপ্ত হয় এবং তাঁকে উপেক্ষা করে। মূসা (আঃ) ফিরে এসে কওমের ভ্রষ্টতায় ভাইয়ের উপর রাগান্বিত হন। এতে নিজ ও ভাইয়ের ত্রুটি মনে করে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

যালিমের যুলুম থেকে বাঁচার জন্য দো'আ :

رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ- وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ-

উচ্চারণ : *রাব্বানা লা-তাজ'আল্না ফিত্নাতাল্ লিল্ ক্বাওমিয্ যা-লিমীন। ওয়া নাজজিনা বিরাহ্মাতিকা মিনাল ক্বাওমিল কা-ফিরীন।*

অর্থ : 'হে আমাদের প্রভু! আমাদের উপর এ যালেম কওমের শক্তি পরীক্ষা করো না। আর এই কাফেরদের কবল থেকে তোমার অনুগ্রহে আমাদের মুক্ত করো' *(ইউনুস ১০/৮৫-৮৬)*।

উৎস : মূসা (আঃ) ও তাঁর অনুসারী যারা আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এনেছিল তাদের উপর ফেরাঊন চরম অত্যাচার শুরু করেছিল এবং ফেরাঊনের ভয়ে অনেকেই মনে মনে ঈমান আনলেও প্রকাশ্যে ঈমান আনয়ন করেনি। তারা মূসা (আঃ)-এর আবেদনে আল্লাহ্র উপর দৃঢ় ভরসা করে এবং ফেরাঊনের অত্যাচার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য উক্ত প্রার্থনা করলে আল্লাহ মূসা (আঃ) ও তাঁর অনুসারীদের রক্ষা করেন। আর ফেরাঊনকে নীল নদে ডুবিয়ে মারেন *(ইবনু কাছীর, ত্ব-হা ৭৭, ৭৮ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্র.)*।

অবৈধ ও নিষিদ্ধ বিষয়ের কামনা করলে যে পাপ হয়, তা ক্ষমার জন্য দো'আ :

رَبِّ إِنِّي أَعُوْذُبِكَ أَنْ أَسْئَلَكَ مَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ، وَإِلاَّ تَغْفِرْلِي وَتَرْحَمْنِيْ أَكُنْ مِّنَ الْخَاسِرِيْنَ-

উচ্চারণ : *রাব্বি ইন্নী আ'ঊযুবিকা আন্ আস্আলাকা মা-লাইসা লী বিহী 'ইল্মুন্, ওয়া ইল্লা তাগ্ফিরলী ওয়া তার্হাম্নী আকুম্ মিনাল খা-সিরীন।*

www.ahlehadeethbd.org

অর্থ : 'প্রভু হে! যে বিষয়ে আমার জ্ঞান নেই সে বিষয়ে চাওয়া থেকে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তুমি যদি আমাকে ক্ষমা না করো, দয়া না করো তাহ'লে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব' *(হূদ ৪৭)*।

উৎস : নূহ (আঃ)-এর প্লাবনের সময় তিনি অনুগত ও প্রয়োজনীয় ব্যক্তি ও প্রাণীকে নৌকায় তুলে নিয়েছিলেন। কিন্তু তার ছেলে পিতার আহ্বানে সাড়া না দিয়ে দূরে সরে গেলে এক তরঙ্গ এসে তাকে ডুবিয়ে দিল। তখন নূহ (আঃ) আল্লাহকে বললেন, আল্লাহ আমার পুত্রতো আমার পরিবারভূক্ত। আল্লাহ্ বলেন, নূহ! যে তোমার কথা মানে না সে তোমার সন্তান নয়। নূহ (আঃ) তখন নিজের ভুল বুঝতে পেরে উক্ত দো'আর মাধ্যমে ক্ষমা চেয়েছিলেন *(ইবনু কাছীর, হূদ ৪০ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্র.)*।

(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম প্রণীত 'ছহীহ কিতাবুদ্ দো'আ' শীর্ষক গ্রন্থ, পৃ. ১৯-২১)।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যদি মানুষ তার রিযিক থেকে পালায়, যেভাবে মৃত্যু থেকে পালাতে চায়, তাহলে রিযিক অবশ্যই তাকে পাবে যেমনভাবে মৃত্যু তাকে পেয়ে যায়' *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/৯৫২)*।

গল্পে জাগে প্রতিভা

উত্তম বন্ধু

নাঈমুল ইসলাম, ৯ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

গ্রামের নাম চাঁদপুর। এ গ্রামে বসবাস করত কয়েকজন অসৎ বন্ধু। তারা যাবতীয় খারাপ কাজ করত। যেমন : চুরি, ছিনতাই, মারামারি। বিড়ি-সিগারেট ও মদ পান সহ নানা ধরনের নেশাদার দ্রব্য তারা সেবন করত। তাদের মধ্যে একজন ছিল পরহেযগার। ছোটবেলা থেকে সে ঐগ্রামেই বড় হয়েছে। সে সবসময় তাদেরকে ভাল কাজের উপদেশ দিত। ছালাত আদায়ের ব্যাপারে খুব জোর দিত। কিন্তু কোন ভাবেই তারা ছালাত আদায় করত না। মৃত্যুর ভয় দেখালে হাসি ঠাট্টা করত। এভাবে তাদের অপকর্ম চলতে থাকে। প্রতিদিনের মত একদিন তারা মদ পানের পর বাড়ি ফিরছিল। তাদের মধ্যে একজনের বাড়ি অন্য রাস্তায় হওয়ায় সে অন্য পথ ধরে হাঁটছিল। নেশায় সে মাতাল হয়ে রাস্তায় এদিক ওদিক হয়ে হাঁটছিল। হঠাৎ একটি দ্রুতগামি মোটর সাইকেল এসে তাকে ধাক্কা দিল। সাথে সাথে সে মাটিতে পড়ে গেল। গাড়িওয়ালা তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল। কিন্তু ডাক্তার তাকে মৃত্য ঘোষণা করল। মৃত্যুর সংবাদ শুনে তাকে দেখতে সবাই এলো। তারা সকলে তার জন্য শোক প্রকাশ

www.ahlehadeethbd.org

করছিল। দাফন-কাফন শেষে সবাই বাড়ি ফিরে গেল। তারপর অসৎ বন্ধুদের মাঝে আতঙ্ক সৃষ্টি হল। তারা তখন সেই পরহেযগার বন্ধুটির কাছে গিয়ে নিজেদের ভুলগুলোর জন্য আফসোস করতে লাগল। আর বলল, আমাদের ক্ষমা হবে কী? তখন পরেহেযগার বন্ধুটি বলল, হ্যাঁ অবশ্যই ক্ষমা হবে। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'প্রতেক আদম সন্তান ভুলকারী এবং তওবাকারী সর্বোত্তম ভুলকারী' *(ইবন মাজাহ হা/৪২৫১)*। সুতরাং তোমরা যদি খালেছ অন্তরে আল্লাহ্র কাছে তওবা কর এবং অতীতের খারাপ কাজগুলো থেকে বিরত থাক তাহলে আল্লাহ তোমাদের ক্ষামা করবেন ইনশাআল্লাহ।

শিক্ষা :

১. *একজন প্রকৃত বন্ধু চাই, তার সাথীরা তার মত ভাল কাজের মধ্য দিয়ে সুন্দর জীবন-যাপন করুক।*

২. *নিঃশ্বাসের কোন বিশ্বাস নেই। তাই নিঃশ্বাস থাকতেই যাবতীয় পাপ পরিহার করে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা নিতে হবে।*

নারী-পুরুষের মাঝে লজ্জার বাঁধনটুকু ছিন্ন করতে পারলেই শয়তান সেখানে আসন গেড়ে বসতে পারে। আর এরপরেই শুরু হবে তাদের ধ্বংস যাত্রা।

- প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

ক বি তা গু চ্ছ

ছিয়াম

রুহমা তাবাস্সুম, ৯ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (মহিলা শাখা), নওদাপাড়া, রাজশাহী।

মোরা পাপী, মোরা অধম
মোরা অপরাধী,
এসব থেকে বাঁচার জন্য
উপায় আছে কী?
আছে আছে একটি উপায়
শোন সোনামণি,
আল্লাহ মোদের ছিয়াম রাখার
তাগদ কী দেননি?
ছিয়াম মানে বিরত থাকা
সকল অন্যায় থেকে,
তওবা করে চাইবো মাফ
ফরজ ছিয়াম রেখে।
গুনাহ থেকে পবিত্র হব
করব না আর পাপ,
খুশি হয়ে আল্লাহ মোদের
পাপ করবেন ছাফ।

শপথ

মুহাম্মাদ খায়রুল ইসলাম, শিক্ষক
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহী।

সত্য পথে চলতে আমায়
দেখাও আলোর পথ,
মিথ্যা পায়ে দলে দিতে
নিতে চাই শপথ।
আমি যত ভুলে ছিলাম
সংশোধন চাই তার,

www.ahlehadeethbd.org

কঠোর ভাবে পণ করেছি
ভুল করব না আর।
অন্যায় যত পদানত
করব প্রতি ক্ষণে,
ন্যায়ের পথে আসবে বাধা
রাখতে হবে মনে।
দুখী জনের থাকব পাশে
আনতে মুখে হাসি,
ভেদাভেদ ভুলে গড়ব
ভালবাসা-সম্প্রীতি।
এটাই আমার মনের আশা
এটাই আমার মত,
মিথ্যা পায়ে দলে দিতে
নিতে চাই শপথ।

আদর্শবান

আয়েশা খাতুন
নওহাটা, পবা, রাজশাহী।

সোনামণি তুমি সুগন্ধী পুষ্প
সদ্য ফোটা গোলাপ
একটু শোন তোমার সাথে
করবো তাই তো আলাপ।
এখন থেকেই তুমি হবে
ছালাত পড়তে অভ্যস্ত
তাহলে শয়তান দূরে রবে
করবেনা তোমায় ক্ষতিগ্রস্ত।
এই ধরনীর মাঝে হবে তুমি
শুধুই শান্তির প্রতীক
জাহেলিয়াত সমাজ দূর করে
জ্বালাবে আলোর প্রদীপ।
দ্বীনের পথে চলবে তুমি
পড়বে আর-কুরআন
নবীর জীবনী অনুসরণ করে
হবে তুমি আদর্শবান।

আল্লাহ তুমি

আফরিনা ইসরাত, একাদশ শ্রেণী
পঞ্চগড় সরকারী মহিলা কলেজ, পঞ্চগড়।

আল্লাহ তুমি দয়াবান
অসীম দয়ার মালিক;
তুমি মোদের পালনকর্তা,
শান্তিদাতা, খালিক।
তুমি হলে মহাজ্ঞানী,
মহামান্য ও প্রতাপশালী;
তুমি যে সত্য একক সত্তা,
মহাশক্তিশালী।
তুমি অনাদি, অনন্ত,
ন্যায়বান মহান প্রভু;
ক্ষমা করে দিও
হে দয়াবান
ভুল করি যদি কভু।
তুমি আলোদাতা,
পথপ্রদর্শক, সদা লক্ষ্যকারী;
তুমি মোদের রিযিক দাতা,
তুমিই রক্ষাকারী।
তুমি বড় ধৈর্যশীল,
তুলনাহীন একক স্রষ্টা;
তুমি মোদের অভিভাবক,
তুমিই সর্বদ্রষ্টা।
তুমি বড় ক্ষমাশীল,
ক্ষমা কর মোদের;
করোনা তাদের মধ্যে গণ্য,
ঈমান নেই যাদের।
তুমি হলে চিরঞ্জীব,
স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত;
তোমার চেয়ে নেই যে কেউ
অধিক শ্রেষ্ঠ।

www.ahlehadeethbd.org

এ ক টু খা নি হা সি

বিল পরিশোধ

আব্দুল্লাহ আল-ফাহাদ, ৬ষ্ঠ শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

চার বন্ধু মিলে হোটেলে খাবার খাচ্ছে। খাবার শেষে চার জনই বিল দেওয়া নিয়ে তর্ক করছে। একজন বলে আমি দিব আর একজন বলে আমি দিব। তাই দেখে হোটেল ম্যানেজার বললেন, পৃথিবীতে এখনও এমন বন্ধু আছে? বিশ্বাস হয় না! এক পর্যায়ে চার জন মিলে সিদ্ধান্ত নিল যে, একটি দৌড় প্রতিযোগিতা হবে। প্রতিযোগিতায় যে জয়ী হবে সে বিল পরিশোধ করবে। হোটেল ম্যানেজার হুইসেল বাজালেন। এক সাথে চার জন দৌড় দিল। আর ম্যানেজার উৎসাহ দিতে লাগল। সেই যে তারা দৌড় দিল আর ফিরে আসল না। ম্যানেজার আজও চেয়ে থাকেন গেটের দিকে কখন চার বন্ধু বিল নিয়ে ফিরে আসে।

শিক্ষা :

১. *ফাঁকি দিয়ে কোন কিছু গ্রহণ করা ইসলামে সম্পূর্ণ হারাম।*

২. *আজ তুমি ফাঁকি দিলে। যেদিন তোমাকে কেউ ফাঁকি দিবে, সেদিন তোমাকে কেমন লাগবে একটু ভেবে দেখ?*

৩. *বিল পরিশোধের জন্য দৌড় প্রতিযোগিতার প্রয়োজন ছিলনা। বরং প্রত্যেকে নিজ নিজ বিল প্রদান করলেই হত।*

কার পক্ষে

আবুবকর, ৪র্থ শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে কথা হচ্ছে।

শিক্ষক : মনে করো তুমি বনে আছ। এমন সময় একটি সিংহ আসল। তাহলে তুমি কি করবে?

ছাত্র : আমি গাছে উঠব স্যার।

শিক্ষক : যদি সিংহ গাছে উঠে?

ছাত্র : তাহলে আমি নদীতে সাঁতার দিব।

শিক্ষক : সিংহ যদি নদীতে নামে তাহলে তুমি কী করবে?

ছাত্র : স্যার আপনি আমার পক্ষে না সিংহের পক্ষে।

শিক্ষা :

শিক্ষকের উচিত ছাত্রকে ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী জ্ঞানদান করা।

ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, 'হিংসা হল প্রথম পাপ, যা আসমানে করা হয় এবং প্রথম পাপ যা পৃথিবীতে করা হয়। আসমানে ইবলীস আদমকে হিংসা করেছিল। অতএব হিংসুক ব্যক্তি অভিশপ্ত, বহিষ্কৃত ও শত্রুভাবাপন্ন'।

ফুযায়েল ইবনু 'ইয়ায বলেন, 'মুমিন ঈর্ষা করে ও মুনাফিক হিংসা করে'।

www.ahlehadeethbd.org

বহুমুখী জ্ঞানের আসর

বিশ্বখ্যাত মুসলিম আবিষ্কারক

কাওছার আহমাদ, ৯ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

মুসলিম সভ্যতার ক্রম বিকাশে মুসলিম মনীষীদের অবদান অবিস্মরণীয়। যুগ যুগ ধরে গবেষণা ও সৃজনশীল কাজে তাদের একাগ্রতা প্রমাণিত। বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব ধ্যান ধারণা সভ্যতার বিকাশকে করেছে আরও গতিশীল। রসায়ন, পদার্থ, জীববিজ্ঞান, কৃষি, চিকিৎসা, জ্যোতির্বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস সর্বত্র ছিল তাদের অগ্রণী পদচারণা। বহু মুসলিম বিজ্ঞানী দিগন্ত উন্মোচনকারী আবিষ্কার করে গোটা বিশ্বের চেহারাই বদলে দিয়েছেন। সেসব আবিষ্কার ও গবেষণার আধুনিকরণ ঘটেছে, তার সুফল ভোগ করছে আজকের বিশ্ববাসী। বিশ্ববিখ্যাত মুসলিম আবিষ্কারকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজনকে নিয়ে আমাদের আয়োজন।

জাবির ইবনু হাইয়ান :

মুসলিম বিজ্ঞানী জাবির ইবনে হাইয়ান আল-আজদী আছ-ছূফী। আরবের দক্ষিণাংশের বাসিন্দা আজদী গোত্রের হাইয়ান ছিলেন তার পিতা। চিকিৎসক পিতার সন্তান হলেও সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে উমাইয়া খলীফা তার পিতাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করলে বাল্যকালে তিনি চরম দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হন। শৈশবে কুফায় বসবাস করলেও পিতার মৃত্যুর পর তিনি দক্ষিণ আরবে স্বগোত্রে ফিরে আসেন। কুফায় বসবাসের সময় তিনি রসায়ন শাস্ত্র গবেষণায় বিশেষ মনোযোগী হন। ওই পরিপ্রেক্ষিতে কুফায় একটি রসায়ন গবেষণাগারও প্রতিষ্ঠা করেন। মুসলিম ঐতিহাসিকরা ওই গবেষণাগারকে পৃথিবীর প্রথম রসায়নাগার বলে অভিহিত করেছেন। পৃথিবীর ইতিহাসে তিনিই প্রথম বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে রসায়নের প্রাথমিক প্রক্রিয়াগুলো চর্চা করার উপায় উদ্ভাবন করেন। রসায়ন শাস্ত্রের পাশাপাশি তিনি চিকিৎসা, খনিজ পদার্থ বিশেষত পাথর, দর্শন, যুদ্ধবিদ্যা জ্যামিতি, জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে অবদান রাখেন। তিনি প্রায় ২ হাযার বই রচনা করেন। এর মধ্যে চিকিৎসা বিষয়ে বইয়ের সংখ্যা প্রায় ৫০০।

আল বিরুনী :

পারস্যের মুসলিম মনীষী আবু রায়হান আল-বিরুনী। তিনি জীবনের বেশিরভাগ সময়ই কাটিয়েছেন মধ্য এশিয়ায়। ২০ বছর বয়স তিনি জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ শুরু করেন। ৩ বছর ধরে তিনি গোটা পারস্য ঘুরে বেড়ান এবং বিভিন্ন পণ্ডিতের অধীনে পড়ালেখা করে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানার্জন করেন। ৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি জুরজান (বর্তমানে 'গুরগান', উত্তর ইরানের একটি শহর) এ স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। জীবনের পরবর্তী ১০ বছর তিনি উত্তর ইরানের এই ছোট্ট শহরেই বসবাস করেন, নিজের গবেষণা চালিয়ে যান, বই লিখেন এবং জ্ঞানার্জনে রত থাকেন। আল-বিরুনী ভূবিদ্যার একজন পথিকৃৎ। তিনি শতাধিক বিভিন্ন

www.ahlehadeethbd.org

ধরনের ধাতু এবং রত্নপাথর সংগ্রহ করে সেগুলো পরীক্ষা করেন। একাদশ শতাব্দীতে আল-বিরুনী তার বর্ণময় কর্ম এবং গবেষণা জীবন চালিয়ে যান এবং বিভিন্ন বিষয়ের গবেষণায় নতুন নতুন ও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি প্রদান করেনড় কীভাবে পৃথিবী তার এর কক্ষপথে ঘূর্ণায়মান এ বিষয়ে তিনি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করেন।
স্থিতিবিদ্যা এবং গতিবিদ্যাকে একীভূত করে বলবিদ্যা নামক গবেষণার নতুন ক্ষেত্রের প্রবর্তন করেন।

ইবনু সিনা :

বিখ্যাত চিকিৎসাবিজ্ঞানী ও দার্শনিক আবু আলী সিনা ৯৮০ খ্রিষ্টাব্দে বোখারা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। বোখারা শহরটি সে সময় ছিল ইরানের অন্তর্ভুক্ত। ইবনু সিনা দর্শন, বিজ্ঞান, জোতির্বিজ্ঞান থেকে শুরু করে যুক্তিবিজ্ঞান, হিসাব বিজ্ঞান, অঙ্ক ইত্যাদি সকল জ্ঞানচর্চা করেছেন। তিনি মাত্র ষোলো বছর বয়সে সমকালীন জ্ঞানী গুণী চিকিৎসক এবং মনীষীদের পড়িয়েছেন। ফলে সহজেই বোঝা যায় তিনি ছিলেন সে সময়কার সবচেয়ে বড় চিকিৎসক। একজন বিখ্যাত চিকিৎসক হিসাবে সর্বত্র তার নাম ছড়িয়ে পড়ে। মাত্র ২১ বছর বয়সে তিনি আল মুজমুয়া নামে একটি বিশ্বকোষ রচনা করেন। এর মধ্যে গণিত ছাড়া সকল বিষয় লিপিবদ্ধ করেন। ইবনু সিনা পদার্থবিজ্ঞান, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, জ্যামিতি, গণিত, চিকিৎসাবিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে প্রায় শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি তাঁর সময়ে পৃথিবীর সেরা চিকিৎসক।

রহস্যময় পৃথিবী

বগা লেক

মুহাম্মাদ মুয্যাম্মিল হক, দাখিল ফলপ্রার্থী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

'বগা লেক' যা সমুদ্র পিষ্ঠ থেকে প্রায় ২৭০০ ফুট উঁচু পাহাড়ে প্রাকৃতিক ভাবে সৃষ্ট একটি লেক। ভূতাত্ত্বিকদের মতে প্রায় দুই হাযার বছর আগে প্রাকৃতিক ভাবে পাহাড়ের চূড়াই এই লেক তৈরী হয়। মৃত আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ কিংবা মহাশূন্য থেকে উল্কাপিণ্ডের পতনের ফলে সৃষ্টি হয়েছে। কেওকারাডাং এর কোল ঘেঁষে বান্দরবান শহর থেকে প্রায় ৭০ কিলোমিটার দূরে এবং রুমা উপযেলা সদর থেকে ১৫ কিলোমিটার দূরে 'বগা লেক'-এর অবস্থান। পাহাড়ের উপর প্রায় ৪৫ বিঘা জায়গা জুড়ে এর অবস্থান। শান্তজলের হ্রদ আকাশের মত

www.ahlehadeethbd.org

নীলচে আকার ধারণ করে। মুগ্ধ নয়নে দেখতে হয় আকাশ, পাহাড় আর পানির মিতালী। দূরগম পথ পাড়ি দিয়ে আসার ক্লান্তি হারিয়ে যায় এই হ্রদের অতলগহ্বরে। সবকিছু মিলে এ যেন এক সন্দরের লীলাভূমি।

বগা লেককে অনেকেই ড্রাগণ লেকও বলে থাকেন। সকাল-সন্ধ্যায় বগা লেক নতুন রূপ ধারণ করে। সকালের উজ্জল আলো বগা লেককে দেয় সিনগ্ধ সতেজ রূপ। ঠিক তেমনি রাতের বেলা দেখা যায় ভিন্ন এক মায়াবী হাতছানি। রাতের বগা লেক দিনের বগা লেক হতে একেবারে আলাদা। আর যদি রাতটি হয় চাঁদনী তবে হতে পারে এটিই আপনার জীবনের সেরা রাতের একটি। কি অসাধারণ সে রূপ। অন্ধ রাতে পাহাড়ের বুক চিরে হঠাৎ একফালি চাঁদ মৃদু আলোর ঝলক নিয়ে ঝাপিয়ে পড়ে বগা লেকের শান্তজলে।

সাহিত্যাঙ্গন

আল-মাহমূদ

সংগ্রহে : শাহিদা খাতুন, ১০ম শ্রেণী
রসূলপুর দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয়
নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

জন্ম :

আল-মাহমূদ ১৯৩৬ সালের ১১ই জুলাই ব্রাহ্মণবাড়ীয়া যেলার মোড়াইল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতৃপ্রদত্ত নাম মীর আবদুস শুকুর আল মাহমুদ। তার পিতার নাম মীর আব্দুর রব ও মাতার নাম রওশন আরা মীর। তার দাদার নাম আব্দুল ওয়হ্হাব মোল্লা যিনি হবিগঞ্জ যেলায় জমিদার ছিলেন।

কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি থানার সাধনা হাই স্কুল এবং পরে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড হাই স্কুলে পড়ালেখা করেন। মূলত এই সময় থেকেই তার লেখালেখি শুরু। আল মাহমূদ বেড়ে উঠেছেন ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায়। তিনি রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল প্রমুখের সাহিত্য পাঠ করে ঢাকায় আসার পর কাব্য সাধনা শুরু করেন এবং ষাট দশকেই স্বীকৃতি ও পাঠকপ্রিয়তা লাভ করেন।

কর্মজীবন :

সংবাদপত্রে লেখালেখির সূত্র ধরে ১৯৫৪ সালে মাহমূদ ঢাকা আগমন করেন। সমকালীন বাংলা সাপ্তাহিক পত্র/পত্রিকার মধ্যে কবি আব্দুর রশীদ ওয়াসেকপুরী সম্পাদিত ও নাজমুল হক প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'কাফেলা' পত্রিকায় লেখালেখি শুরু করেন। পাশাপাশি তিনি 'দৈনিক মিল্লাত' পত্রিকায় প্রুফ রিডার হিসাবে

www.ahlehadeethbd.org

সাংবাদিকতা জগতে পদচারণা শুরু করেন। ১৯৫৫ সাল কবি আব্দুর রশীদ ওয়াসেকপুরী কাফেলা পত্রিকার চাকরি ছেড়ে দিলে তিনি সেখানে সম্পাদক হিসাবে যোগ দেন।

১৯৭১ সালে তিনি ভারত গমন করেন এবং মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। যুদ্ধের পরে 'দৈনিক গণকণ্ঠ' নামক পত্রিকায় প্রতিষ্ঠা-সম্পাদক হিসাবে যোগ দেন। সম্পাদক থাকাকালীন এ সময় সরকারের বিরুদ্ধে লেখার কারণে এক বছরের জন্য কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়।

১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের পর তিনি গল্প লেখার দিকে মনোযোগী হন। ১৯৭৫ সালে তার প্রথম ছোটগল্প গ্রন্থ 'পানকৌড়ির রক্ত' প্রকাশিত হয়। পরে ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাকে শিল্পকলা একাডেমীর গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগের সহ-পরিচালক পদে নিয়োগ দেন। দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালনের পর তিনি পরিচালক হন। পরিচালক হিসাবে ১৯৯৩ সালে অবসর গ্রহণ করেন।

সাহিত্যজীবন :

১৯৫৪ সালে মাত্র ১৮ বছর বয়স থেকে তার কবিতা প্রকাশ পেতে থাকে। ঢাকা থেকে প্রকাশিত সিকান্দার আবু জাফর সম্পাদিত 'সমকাল' পত্রিকা এবং কলকাতার নতুন সাহিত্য, চতুষ্কোণ, ময়ূখ ও কৃত্তিবাস ও বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকায় লেখালেখির সুবাদে ঢাকা-কলকাতার পাঠকদের কাছে তার নাম পরিচিত হয়ে ওঠে এবং তাকে নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত হয়। কাব্যগ্রন্থ লোক লোকান্তর (১৯৬৩) সর্বপ্রথম তাকে স্বনামধন্য কবিদের সারিতে জায়গা করে দেয়। এরপর কালের কলস (১৯৬৬), সোনালী কাবিন (১৯৭৩), মায়াবী পর্দা দুলে উঠো (১৯৭৬) কাব্যগ্রন্থগুলো তাকে প্রথম সারির কবি হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। ১৯৯৩ সালে বের হয় তার প্রথম উপন্যাস কবি ও কোলাহল। তিনি আধুনিক বাংলা কবিতার নগরকেন্দ্রিক প্রেক্ষাপটে ভাটি বাংলার জনজীবন, গ্রামীণ আবহ, নদীনির্ভর জনপদ, চরাঞ্চলের জীবনপ্রবাহ আধুনিক বাংলা ভাষার প্রচলিত কাঠামোর মধ্যে আঞ্চলিক শব্দের প্রয়োগ তার অনন্য কীর্তি।

ধর্মীয় অনুরাগ :

১৯৭০-এর দশকের শেষার্ধ তার কবিতায় আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস গাঢ় হতে থাকে; এর জন্য তিনি প্রগতিশীলদের সমালোচনার মুখোমুখি হন।

পুরস্কার ও সম্মাননা :

বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার সহ নানা পুরস্কার লাভ করেন।

ব্যক্তিগত জীবন :

আল-মাহমূদ ব্যক্তিগত জীবনে সৈয়দা নাদিরা বেগমের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এই দম্পতির পাঁচ ছেলে ও তিন মেয়ে রয়েছে।

মৃত্যুবরণ :

২০১৯ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী ৮২ বছর বয়সে ঢাকার ধানমণ্ডির ইবনে সিনা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তিনি নিউমোনিয়াসহ বার্ধক্যজনিত নানা জটিলতায় ভুগছিলেন।

www.ahlehadeethbd.org

দেশপরিচিতি

কাতার

দেশটি এশিয়া মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত

সাংবিধানিক নাম : স্টেট অব কাতার কনসাল্টেটিভ অ্যাসেম্বলি।

রাজধানী : দোহা।

আয়তন : ৭১১,৪৩৭ বর্গ কিলোমিটার।

লোকসংখ্যা : ২৩ লক্ষ।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার : ৪.৩%।

ভাষা : আরবী ও ইংরেজী।

মুদ্রা : রিয়াল।

সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় : মুসলিম (৬৭.৭%)।

ধর্ম : ইসলাম।

স্বাক্ষরতার হার (১৫+) : ৯৭%।

মাথাপিছু আয় : ১,২৯,৯১৬ মার্কিন ডলার।

গড় আয়ু : ৭৮.৩ বছর।

সরকার পদ্ধতি : সংসদীয় গণতন্ত্র।

স্বাধীনতা লাভ : ৩রা সেপ্টম্বর ১৯৭১ সাল।

জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ : ২১শে সেপ্টম্বর ১৯৭১ সাল।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তিন ব্যক্তির দো'আ সন্দেহাতীতভাবে কবুল হয়ে থাকে। মাযলূমের দো'আ, মুসাফিরের দো'আ ও, সন্তানের জন্য পিতার দো'আ' *(তিরমিযী হা/১৯০৫)*।

যেলাপরিচিতি

খুলনা

প্রতিষ্ঠা : ২৫শে এপ্রিল ১৯৮২ সাল।

সীমা : খুলনা যেলার উত্তরে যশোর ও নড়াইল; দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর; পশ্চিমে সাতক্ষীরা এবং পূর্বে বাগেরহাট যেলা অবস্থিত।

আয়তন : ৪,৩৯৪.৪৫ বর্গ কিলোমিটার।

উপযেলা : ৯টি। রূপসা, বটিয়াঘাটা, তেলখাদা, করয়া, দাকোপ, পাইকগাছা, ডুমুরিয়া, ফুলতলা ও দীঘলিয়া।

পৌরসভা : ২টি। পাইকগাছা ও চালনা।

ইউনিয়ন : ৬৮টি।

গ্রাম : ১,১২২টি।

উল্লেখযোগ্য নদী : রূপসা, পশুর, শিবসা, কপোতাক্ষ ও ভদ্রা প্রভৃতি।

উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থান : সুন্দরবন, মংলা বন্দর, হাদীছ পার্ক, কবি কৃষ্ণচন্দ্রের বাড়ী, বিএল কলেজ প্রভৃতি।

উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব : বিচাপতি গাযী শামসুর রহমান, শেখ আব্দুর রাযযাক আলী (সাবেক স্পিকার), কাযী এমদাদুল হক (সাহিত্যিক), হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (পণ্ডিত), আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় (রসায়ন শাস্ত্রবিদ) প্রমুখ।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ভাল কথা দানের ন্যায়' *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১৮৯৬)*।

www.ahlehadeethbd.org

সংগঠন পরিক্রমা

নওদাপাড়া, রাজশাহী ২১শে মার্চ বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ মাগরিব নগরীর নওদাপাড়াস্থ দারুহাদীছ (প্রাঃ) বিশ্ববিদ্যালয় জামে মসজিদে 'সোনামণি পরিচিতি' বিষয়ক সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক আজমাল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম ও হাবীবুর রহমান। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি নু'মান ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে ফাহাদ।

জামদই, মহাদেবপুর, নওগাঁ ২৯শে মার্চ শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার মহাদেবপুর উপযেলাধীন জামদই আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুস সাত্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুর রহমান, সোনামণি'র সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন অত্র যেলা সোনামণি'র পরিচালক ডা. মুহাম্মাদ শাহীন।

হড়গ্রাম পূর্ব-শেখপাড়া, রাজপাড়া রাজশাহী ১৬ই এপ্রিল মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর রাজশাহী যেলার রাজপাড়া থানাধীন হড়গ্রাম পূর্ব-শেখপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী সদর 'যুবসংঘ'-এর প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহিল কাফীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি ছামিরা ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে সানজিদা খাতুন।

মোল্লাপাড়া, রাজপাড়া, রাজশাহী ১৮ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর রাজশাহী যেলার রাজপাড়া থানাধীন মোল্লাপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী কলেজ শাখা 'যুবসংঘ'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল গফূরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ ইমারন হোসাইন ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ।

বালিয়াডাঙ্গা, সদর, নাটোর ১৯শে এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য সকাল ১১-টায় নাটোর সদর থানাধীন বালিয়াডাঙ্গা (পোড়া মসজিদ) আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। শাখা 'সোনামণি'র পরিচালক মুহাম্মাদ মুআযযম হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসেবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অত্র মসজিদের খতীব মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম ও আল-'আওনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আল-আমীন। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি যাকিয়া খাতুন ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে কারীমা খাতুন।

www.ahlehadeethbd.org

প্রাথমিক চিকিৎসা

শিশুর জ্বরের সঙ্গে খিঁচুনি

অধ্যাপক প্রণব কুমার চৌধুরী
বিভাগীয় প্রধান, শিশুস্বাস্থ্য বিভাগ
চট্টগ্রাম মেডিকেল হাসপাতাল।

ছোট্ট শিশুদের মাঝে-মধ্যে জ্বর উঠলে খিঁচুনি শুরু হয়। পিঠ ধনুকের মত বেঁকে যায়। হাত-পায়ে ঝাঁকুনি দেয়। চোখ খোলা, তবে তাকিয়ে থাকে ওপরের দিকে। মুখ দিয়ে ফেনা গড়িয়ে পড়ে। তাপমাত্রা হয়তো ১০৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট। এর আগে থেকেই হয়তো শিশুটির সামান্য সর্দি-কাশ, নাক বন্ধ ছিল, কিন্তু তা নিয়েই সে এতক্ষণ খেলাধুলা করছিল, হঠাৎ এ অবস্থা তৈরী হয়। এ অবস্থাকে চিকিৎসকগণ বলেন, ফেব্রাইল কনভালশন বা জ্বরের সঙ্গে খিঁচনি। প্রধানত ছয় মাস থেকে পাঁচ বছর বয়সী শিশুর এরকম জ্বরের সঙ্গে খিঁচনি হতে পারে। প্রায় পাঁচ শতাংশ শিশু জীবনে কমপক্ষে একবার এই সমস্যাই পড়ে। জ্বরের বেগ বাড়ার সঙ্গে খিঁচুনির ঝুঁকি বাড়ে। খিঁচুনি কয়েক মিনিটের জন্য স্থায়ী হয়, সচরাচর ৯০ সেকেণ্ডের মধ্যে থেমে যায়। খিঁচুনির কিছুক্ষণ পরে জ্ঞান ফিরে আসে। নানা ধরনের সংক্রামক যেমন : হাম, কান পাকা, টনসিলের প্রদাহ, শ্বাসতন্ত্র বা আন্ত্রিক রোগের জ্বরের সঙ্গেও খিঁচুনি হতে পারে। মস্তিষ্কের কোন প্রদাহ বা বিকাশজনিত কোন অসুবিধা থাকে না।

কী করা উচিত :

শিশুর যদি খিঁচুনি হয়, তবে ঘাবড়ে গেলে চলবেনা। খিঁচুনির সময় কোন কিছু করতে যাওয়া ঠিক নয়। সম্ভব হলে কাত করে শুয়ে দিন, যেন নিজের জিভ দিয়ে শ্বাসনালিতে প্রতিবন্ধকতা না হয়। এ সময় তালু ঘষা, নাকে গন্ধ শোকানো বা মুখে চামচ দিয়ে দাত কপাটি খোলার চেষ্টা করা বিপজ্জনক। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে খিঁচুনি নিজেই কমে আসবে। জ্বর কমানোর জন্য প্যারাসিটামল সাপোজিটরি দেওয়া যায়। খিঁচুনি যদি বার বার হতে থাকে বা যদি ৫ মিনিটের বেশী স্থায়ী হয়, তবে হাসপাতালে নিতে হবে। শ্বাসনালি পরিষ্কার রাখা যরূরী। কাত করে শুয়ে বা মাথা একদিকে হেলে দিয়ে হাসপাতালে নিন। শিরায় স্যালাইন সহযোগে দ্রুত খিঁচুনির বন্ধের ঔষধ প্রয়োগ করলে খিঁচুনি বন্ধ হয়ে যাবে। সাধারণভাবে এই অসুখের পরিণতিতে খারাপ কিছু হয়না। তবে ২-৩ শতাংশ ক্ষেত্রে পরবর্তী সময়ে বারবার খিঁচুনিসহ মানসিক বিকাশের সমস্যা দেখা দিতে পারে। শিশু বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে প্রয়োজন অনুযায়ী রক্ত, সি.এস.এফ, এম.আর.আই প্রভৃতি পরীক্ষা করে খিঁচুনি প্রতিরোধমূলক ঔষধ দিতে হতে পারে।

নিজের গৃহকে ছবি-মূর্তি ও যাবতীয় শয়তানী ক্রিয়া-কর্ম হতে মুক্ত রাখুন। যাতে সর্বদা রহমতের ফেরেশতা আপনার বাড়ীটিকে ঘিরে রাখে'

- প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

www.ahlehadeethbd.org

ভাষা শিক্ষা

সময়

মুহাম্মাদ কাহিদুল ইসলাম, ৬ষ্ঠ শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

বছর - عَامٌ/سَنَةٌ -Year (ইয়্যার)

বসন্ত - اَلرَّبِيْعُ - Spring (স্প্রিং)

বিকাল - بَعْدَ الظُّهْرِ -Afternoon (আফ্টারনূন)

সকাল/ভোর - فَجْرٌ/صَبَاحٌ - Morning (মর্নিং)

মধ্যরাত - نِصْفُ اللَّيْلِ - Midnight (মিডনাইট)

মাস - شَهْرٌ - Month (মানথ)

মিনিট - دَقِيْقَةٌ - Minute (মিনিট)

মুহূর্ত - لَحْظَةٌ - Moment (মৌমেন্ট)

যুগ - عَصْرٌ - Age (এইজ)

রাত - لَيْلٌ - Night (নাইট)

শতাব্দী - قَرْنٌ - Century (সেঞ্চরী)

শরৎ - الخَرِيْف - Autumn (অ্যটাম)

শীত - الشِتَاءُ - Winter (উইন্টার)

সন্ধ্যা - مَسَاءٌ - Evening (ঈভ্নিং)

সপ্তাহ - أُسْبُوْعٌ - Week (উয়ীক)

সময় - وَقْتٌ - Time (টাইম)

সর্বদা - دَائِمًا - Always (অলওয়েইজ)

সূর্যাস্ত - غُرُوْبِ الشَّمْسِ - Sunset (সানসেট)

সূর্যোদয় - طُلُوعِ الشَّمْسِ - Sunris (সানরাইজ)

সেকেণ্ড - ثَانِيَةٌ - Second (সেকেন্ড)

ক্যুইজ

১. পৃথিবীর প্রাচীনতম শিরক কী?
উঃ.....
.....
.....

২. ক্বিয়ামতের দিন কী কী আল্লাহ্র নিকট সুফারিশ করবে?
উঃ.....

৩. তাবীয ব্যবহার করলে কোন পাপ হয়?
উঃ.....

৪. লায়লাতুল ক্বদর কখন হয়?
উঃ.....
.....

৫. পিতার আহ্বানে সাড়া না দেওয়ার কারণে নূহ (আঃ)-এর পুত্রের কী হয়েছিল?
উঃ.....

৬. 'বগা লেক'-এর উচ্চতা কত ফুট?
উঃ.....

৭. কার মধ্যে সর্বোত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে?
উঃ.....
.....

৮. প্রগতিশীলরা কেন কবি আল-মাহমূদের সমালোচনা করেছিলেন?
উঃ.....
.....

৯. কোন বাড়ীতে আল্লাহ্র রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না?
উঃ.....
.....

১০. ভাল কথা কিসের ন্যায়?
উঃ.....

www.ahlehadeethbd.org

এ অংশটি কেটে পাঠাতে হবে।

❑ **কুইজপত্র জমা দেয়ার শেষ তারিখ : আগামী ২০শে জুন ২০১৯।**

গত সংখ্যার কুইজের সঠিক উত্তর

১. আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাহ **২.** জাহান্নামে **৩.** রাগের কারণে **৪.** লজ্জাশীলতা **৫.** হারাম দ্বারা পরিপুষ্ট দেহ **৬.** দ্বীনী ইলম অর্জন ও বিতরণ করার কাজে ব্যস্ত থাকা **৭.** × **৮.** তারা তাদের পেটে কেবল আগুনই ভর্তি করে **৯.** আঙ্কারা।

গত সংখ্যার কুইজ বিজয়ীদের নাম :

১ম স্থান : লুৎফর রহমান, ৬ষ্ঠ শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

২য় স্থান : মাযহারুল ইসলাম, ৯ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

৩য় স্থান : শফীকুল ইসলাম, ২য় শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর পাঠানোর ঠিকানা

সম্পাদক
সোনামণি প্রতিভা
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল নং : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩
০১৭২৬-৩২৫০২৯

নাম : .....
প্রতিষ্ঠান : .....
শ্রেণী : .....
ঠিকানা : .....
.....
মোবাইল : .....

সোনামণির ১০টি গুণাবলী

❍ জামা'আতের সাথে আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা।

❍ পিতা-মাতা, শিক্ষক-মুরব্বী, পরিচিত-অপরিচিত সকল মুসলমানকে সালাম দেওয়া ও মুছাফাহা করা এবং মুসলিম-অমুসলিম সকলের সাথে হাসিমুখে কুশল বিনিময় করা।

❍ ছোটদের স্নেহ করা ও বড়দের সম্মান করা। সদা সত্য কথা বলা। সর্বদা ওয়াদা পালন করা ও আমানত রক্ষা করা।

❍ মিসওয়াক সহ ওযূ করে ঘুমানো ও ঘুম থেকে উঠে ভালভাবে মিসওয়াক সহ ওযূ করা এবং প্রত্যহ সকালে উন্মুক্ত বায়ু সেবন ও হালকা ব্যায়ামের মাধ্যমে স্বাস্থ্যবান হওয়া।

❍ নিয়মিত পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়ন করা এবং দৈনিক কিছু সময় কুরআন-হাদীছ ও ইসলামী সাহিত্য পাঠ করা।

❍ সেবা, ভালবাসা ও আনুগত্যের মাধ্যমে নিজেকে আদর্শ হিসাবে গড়ে তোলা।

❍ বৃথা তর্ক, ঝগড়া-মারামারি এবং রেডিও-টিভির বাজে অনুষ্ঠান ও অসৎ সঙ্গ এড়িয়ে চলা।

❍ আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীর সাথে সুন্দর ব্যবহার করা।

❍ সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র উপরে ভরসা করা এবং যে কোন শুভ কাজ 'বিসমিল্লাহ' বলে শুরু করা ও 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে শেষ করা।

❍ দৈনিক বাদ ফজর কমপক্ষে ১৫ মিনিট কুরআন তেলাওয়াত ও দীনিয়াত শিক্ষা করা।

www.ahlehadeethbd.org

সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০১৯

নীতিমালা

নিম্নের ৮টি বিষয়ের মধ্যে প্রথমটি আবশ্যিক। বাকী বিষয়গুলির যে কোন ২টি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

বিষয়গুলির ১, ২, ৩, ৪, ৬ ও ৭ নং মৌখিকভাবে (প্রশ্ন লটারী পদ্ধতিতে) এবং ৫ নং এম. সি. কিউ পদ্ধতিতে ও ৮ নং লিখিতভাবে অনুষ্ঠিত হবে। লিখিত পরীক্ষার সময়কাল ১ ঘণ্টা।

◈ প্রতিযোগিতার বিষয় :

১. **আক্বীদা (আবশ্যিক) :** (নবীগণের পরিচয়, হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও তাঁর নবুঅতকাল, মৃত্যু ও কবর, খুলাফায়ে রাশেদীনের পরিচয়, হারামায়েন-এর পরিচয়, চার খলীফার নাম ও কুতুবে সিত্তাহ : *আরবী ক্বায়েদা ২য় ভাগ পৃ. ৫৯ ও ৬২)।*

২. **হিফযুল কুরআন তাজবীদসহ :** (১ম পারা এবং সূরা সাজদাহ, দাহর, হুজুরাত, ছফ ও লোকমান)।

৩. **অর্থসহ হিফযুল কুরআন ও অর্থসহ হিফযুল হাদীছ।**

(ক) অর্থসহ হিফযুল কুরআন : সূরা ছফফাত (১০০-১১১) আয়াত।

(খ) অর্থসহ হিফযুল হাদীছ : (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ১০টি হাদীছ)।

৪. **ছালাতের সংক্ষিপ্ত নিয়ম :** (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত : ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ৪র্থ সংস্করণ, পৃ. ১১-১৮)।

৫. **সাধারণ জ্ঞান :**

(ক) সোনামণি জ্ঞানকোষ-১-এর ইসলামী জ্ঞান (১-৭০ নং প্রশ্ন), মেধা পরীক্ষা (অঙ্ক), একটুখানি বুদ্ধি খাটাও/ধাঁধা (২৭-৫২ নং প্রশ্ন) এবং সংগঠন (৩৯ ও ৪৮ পৃ.)।

(খ) সোনামণি জ্ঞানকোষ-২-এর ইসলামী জ্ঞান (৮১-১৪৪ নং প্রশ্ন), সাধারণ জ্ঞান (ঢাকা ও রাজশাহী বিভাগ), সাধারণ জ্ঞান (প্রাণী জগৎ, উদ্ভিদ জগৎ ১-২০; শিশু অধিকার ১-৬ নং প্রশ্ন), ভাষা, বুদ্ধিমত্তা (ইংরেজী ৮১ পৃ.) এবং সংগঠন বিষয়ক (১-২০ নং প্রশ্ন)।

৬. **সোনামণি জাগরণী :** কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ৫টি জাগরণী।

৭. **আযান :** ***(শুধু বালকদের জন্য)***।

৮. **হস্তাক্ষর প্রতিযোগিতা :** ২৫ জন নবীর নাম : আরবী, বাংলা ও ইংরেজী।

৯. **রচনা প্রতিযোগিতা (পরিচালকগণের জন্য) : রচনার বিষয় : সোনামণি সংগঠনের ৫নং নীতিবাক্য (আদর্শ পরিবার গড়ি এবং দেশ ও জাতির সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করি)।**

◈ প্রতিযোগিতার নীতিমালা :

১. প্রতিটি বিষয়ে পরীক্ষার মান হবে ৭০ এবং আবশ্যিক বিষয়ে মান হবে ৩০ সর্বমোট ১০০।

২. ২০১৮ সালের কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীরা পুনরায় উক্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

৩. প্রতিযোগীদের অবশ্যই **জ্ঞানকোষ-১** (২য় সংস্করণ), **জ্ঞানকোষ-২, ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ৪র্থ সংস্করণ** ও **আরবী ক্বায়েদা ২য় ভাগ** সংগ্রহ করতে হবে এবং পূরণকৃত 'ভর্তি ফরম' সঙ্গে আনতে হবে।

www.ahlehadeethbd.org

৪. সোনামণি বালক ও বালিকাদের পৃথকভাবে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে এবং পুরস্কারও পৃথকভাবে দেওয়া হবে।

৫. শাখা, উপযেলা/মহানগর ও যেলা পর্যায়ের সকল স্তরের প্রতিযোগিতা স্ব স্ব পরিচালনা পরিষদ নিজ উদ্যোগে গ্রহণ করে পুরস্কার প্রদান করবেন এবং প্রতিটি বিষয়ে তিনজন বাছাইকৃত সোনামণিকে পরবর্তী স্তরে প্রতিযোগিতার সুযোগ দিবেন।

৬. প্রতিটি বিষয়ের জন্য ৩ জন করে বিচারক হবেন।

৭. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সোনামণিদের বয়স সর্বোচ্চ ১৩ বছর হবে।

৮. কেন্দ্রীয় পর্যায়ে লিখিত পরীক্ষার উত্তরপত্র কেন্দ্র সরবরাহ করবে; তবে স্ব স্ব কলম প্রতিযোগীকে সঙ্গে আনতে হবে।

৯. কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা পরীক্ষার ফী প্রদান করে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হবে।

১০. শাখা, উপযেলা/মহানগর ও যেলা পরিচালকবৃন্দ **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'**-এর সভাপতি/উপদেষ্টার সাথে বিশেষ পরামর্শক্রমে প্রতিযোগিতার সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১১. বিষয়ভিত্তিক প্রতিযোগীদের পৃথক পৃথক তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। প্রতিযোগিতার ফলাফল এবং প্রতিযোগীদের তালিকা পূর্ণাঙ্গ ঠিকানাসহ শাখা উপযেলায়, উপযেলা যেলায় এবং যেলা কেন্দ্রে প্রেরণ করবে।

১২. প্রতিযোগিতার ফলাফল তাৎক্ষণিকভাবে জানিয়ে দেওয়া হবে এবং পুরস্কার দেওয়া হবে। সার্বিক বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

১৩. ১ম, ২য় ও ৩য় পুরস্কার ছাড়াও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে সান্ত্বনা পুরস্কার দেওয়া হবে।

১৪. রচনা প্রতিযোগিতায় কেন্দ্র ব্যতীত অন্য সকল স্তরের **'সোনামণি পরিচালকগণ'** অংশগহণ করতে পারবেন। রচনা স্বহস্তে লিখিত হতে হবে। অন্যের লেখা বা কম্পোজ গৃহীত হবে না। শব্দ সংখ্যা সর্বোচ্চ ১০০০ ও সর্বনিম্ন ৯০০ হতে হবে। যা কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতার কমপক্ষে ১৫ দিন পূর্বে কেন্দ্রে পৌঁছাতে হবে। রচনার ফটোকপি নিজের কাছে রাখতে হবে।

◈ প্রতিযোগিতার তারিখ :

১. শাখা	**: ৪ঠা অক্টোবর**	**(শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।**
২. উপযেলা	**: ১১ই অক্টোবর**	**(শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।**
৩. যেলা	**: ১৮ই অক্টোবর**	**(শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।**
৪. কেন্দ্রীয় কার্যালয়	**: ৭ই নভেম্বর**	**(বৃহস্পতিবার, সকাল ১০-টা)।**

উল্লেখ্য যে, শাখা, উপযেলা ও যেলার প্রতিযোগিতার তারিখ অপরিবর্তনীয় থাকবে। তবে অনিবার্য কারণে কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতার তারিখ পরিবর্তন হ'তে পারে।

❁ প্রবাসী সোনামণিদের প্রতিযোগিতা প্রবাসী **'আন্দোলন'**-এর সভাপতি কর্তৃক একই নিয়মে অনুষ্ঠিত হবে ও সেখানেই তাঁরা পুরস্কার দিবেন। তবে প্রবাসী প্রতিযোগীদের নাম-ঠিকানা কেন্দ্রীয় পরিচালক **'সোনামণি'** বরাবর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে পাঠাবেন।

www.ahlehadeethbd.org